বাৎসরিক কলেজ পত্রিকা

বলাকা

২০১৮

গোবিন্দপ্রসাদ মহাবিদ্যালয়

অমরকানন, বাঁকুড়া

শ্রীশ্রী মায়ের জন্মস্থান বাঁকুড়া জেলায়, তাই বাঁকুড়া জেলার আরেক নাম –'মায়ের দেশ'। সেই মায়ের দেশেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন গোবিন্দপ্রসাদ, তিনিও ছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের চরণাশ্রিত এবং দেশজননীর চরণে উৎসর্গিত প্রাণ।

-বনফুল (সাহিত্যিক)

গোবিন্দ প্রসাদ মহাবিদ্যালয়

বাৎসরিক কলেজ পত্রিকা

বলাকা

২০১৮

অমরকানন ★ বাঁকুড়া

বন্যা- বি ধ্ব স্ত
কেরালাবাসীকে জানাই
সমবেদনা ও সর্বদা পাশে
থাকার অঙ্গীকার

Members of the Governing body

1. Shri Ashutosh Mukherjee	President
2. Dr. Tushar Kanti Halder	Secretary/ Principal
3. Shri Gopal Sharan Dwivedi	Govt. Nominee
4. Dr. Fatick Baran Mondal	B.U. Nominee
5. Dr. Shaikh Sirajuddin	B.U. Nominee
6. Prof. Mala Laha	B.U. Nominee
7. Dr. Juran Ali Mandal	Teachers, Representative
8. Dr. Debajyoti Mondal	Teachers' Representative
9. Prof. Chayanika Roy	Teachers' Representative
10. Shri Bhabani Sankar Nayak	N.T.S. Representative
11. Shri Somenath Nayak	N.T.S. Representative

Teaching Staff

Principal	: Prof. Dr. Tushar Kanti Haldar. *M.A., Ph.D.*
Bengali Dept.	: Prof. Dr. Tushar Kanti Haldar (Lien) : Prof. Dr. Debajyoti Mondal, *M.A., Ph.D.* : Prof Biswajit Mondal, *M.A.*
English Dept.	: Prof. Chayanika Roy, *M.A. (H.O.D.)* : Prof. Parimal Saren, M.A. : Prof. Sunanda Roy, (Guest Lect.), *M.A.*
History Dept. :	: Prof. Runu Ghosh, *M.A. (H.O.D.)* : Prof. Bibekananda Sinha, *M.A.,* : Prof. Tapan Kr. Pandit, *M.A.*
Philosophy Dept.	: Prof. Dr., Juran Ali Mondal. *M.A., M. Phil., Ph.D.(H.O.D.)* : Prof. Dipika Chandra (Guest Lect.) *M.A.M. Phil* : Prof. Gargi Banerjee (Guest Lect.) *M.A.*
Mathematics Dept.	: Prof. Dr. Sathi Mukherjee, M.Sc. Ph .D. *(H.O.D.)*
Geography Dept.	: Prof. Pavel Sarkar, (Guest Lect.), *M.A.* : Prof. Moumita Gorai, (Guest Lect.), *M.A.*
Sanskrit Dept.	: Prof. Sourav Dey (Guest Lect.) *M.A.* : Prof. Paramita Dutta (Guest Lect.), *M.A., M.Phil.*
Pol. Science Dept.	:Prof. Subhransu Gon , (Guest Lect.), *M.A.*
Economics Dept.	: Vacant

Office Staff

1. Head Clerk : Sri Bhabani Sankar Nayak
   (Additional charge of Accountant) *B.Com. (Hons.)*
2. Accountant : Vacant
3. Cashier : Sri Somenath Nayak *B.Com., M. Music*
4. Clerk : Vacant
5. Office-bearer : Sri Susanta Kanta. Sinha, *B.A.*
6. Office-bearer : Smt. Shefali Gorai
7. Sweeper : Sri Paritosh Bouri
8. Night Watchman : Vacant
9. Darwan : Vacant
10. Library Clerk : Vacant
11. Sri Subhankar Sen : Computer Operator (Casual), *B.Sc.*
12. Lakshmi Kanta Sinha : (Casual), *B.A.*

- **প্রকাশক**– অধ্যক্ষ, গোবিন্দ প্রসাদ মহাবিদ্যালয়
- **প্রকাশ কাল**– বুধবার, ১২ই ডিসেম্বর ২০১৮ (২৫শে অগ্রহায়ন, ১৪২৫)
- **পত্রিকা শিক্ষক সম্পাদক**– অধ্যাপক বিশ্বজিৎ কুণ্ডু
- **পত্রিকা শিক্ষক সহ-সম্পাদক** –অধ্যাপক বিবেকানন্দ সিংহ

পত্রিকা উপসমিতি ঃ

১। ড· তুষারকান্তি হালদার
২। অধ্যাপক বিশ্বজিৎ কুণ্ডু
৩। অধ্যাপক পরিমল সরেন
৪। অধ্যাপিকা ড· সাথী মুখার্জী
৫। অধ্যাপক বিবেকানন্দ সিংহ
৬। শ্রী সুশান্ত কান্ত সিন্‌হা

Prof. Deb Narayan Bandyopadhyay
Vice Chancellor
BANKURA UNIVERSITY
Main Campus, Bankura Block-II
P.O. Purandarpur, Dist.: Bankura
Pin : 722155 (West Bengal) India
E-mail: vcbku@gmail.com
Website: www.bankurauniv.ac.in

30th November, 2018

MESSAGE

I am happy to learn that Gobindaprasad Mahavidyalaya, Bankura is going to publish the next issue of its Annual Magazine 'BALAKA'.

I warmly congratulate every contributor to 'BALAKA'.

I wish the release of the Annual Magazine a grand success.

Prof. Deb Narayan Bandyopadhyay
Vice Chancellor
Bankura University

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা
অধ্যক্ষের প্রতিবেদন		(i)
পত্রিকা সম্পাদকের কলমে		(ii)
অধ্যাপক/অধ্যাপিকার রচনা		
❐ প্রবন্ধ		
জ্ঞান ও নৈতিকতার উৎস প্রসঙ্গে দার্শনিক কান্ট	ডঃ জুড়ান আলি মন্ডল	১
আমার দৃষ্টিতে বাঁকুড়া অধ্যাপক	তপন কুমার পণ্ডিত	৫
❐ ভ্রমণ		
রাজকীয় রাজস্থান	অধ্যাপক বিশ্বজিৎ কুণ্ডু	১০
❐ কবিতা		
জাত	অধ্যাপিকা রুনু ঘোষ	১৫
অভাগা শিশু	অধ্যাপক সৌরভ দে	১৬
থিম্ পূজো	অধ্যাপিকা মৌমিতা গরাই	১৭
বন্ধভূমি	অধ্যাপক বিবেকানন্দ সিংহ	১৮
❐ **Travel**		
A Gateway to Winter Wonderland - London Sojourn (17th-19th Nov, 2017)	Professor Chayanika Roy	34
❐ **Essay**		
Digital Rights of Children and Adolescents	Dr. Sathi Mukherjee	37
শিক্ষাকর্মীর রচনা		
❐ কবিতা		
সন্ধান	সুশান্ত সিংহ	২২
'ন্যাক'-এ আমরা	ভবানী শঙ্কর নায়ক	২৮
❐ গল্প		
প্রকৃত বিচার	লক্ষ্মীকান্ত সিংহ	৩৩
ছাত্রছাত্রীদের রচনা		
❐ প্রবন্ধ		
একটি গাছের আত্মকাহিনী	রিম্পা মণ্ডল (প্রথম বর্ষ)	৮
হায়রে সোস্যাল মিডিয়া	সুরেশ্বর রায় (প্রথম বর্ষ)	২৯

সূচিপত্র-২

❐ প্রবন্ধ

প্রতিবাদের নামে নোংরামি	সুমন সিংহ (তৃতীয় বর্ষ)	৩২

❐ নীতিমূলক গল্প

বিশ্বাসে বিষ ঢেলেছি	মহেশ্বর সিংহ (প্রথম বর্ষ)	২৪

❐ কবিতা

বীর সৈনিক	অমিত সিংহ (প্রথম বর্ষ)	৯
দশভূজা	প্রশান্ত দাস (দ্বিতীয় বর্ষ)	৯
জ্যোৎস্না	অভিজিৎ মণ্ডল (প্রথম বর্ষ)	১২
ছাত্র সমাজ	সূর্যকান্ত সিংহ (প্রথম বর্ষ)	১২
ঋতু রানী শরৎ	জুঁই মণ্ডল (প্রথম বর্ষ)	১৩
ঋতু	মৌমিতা মাজী (প্রথম বর্ষ)	১৩
হারিয়ে যাওয়া	সোমা বাউরী (প্রথম বর্ষ)	১৩
মা ও বাবা	ঝুমা কুণ্ডু (প্রথম বর্ষ)	১৪
স্বপ্ন	ঝিলিক গরাই (প্রথম বর্ষ)	১৪
ঋতুকাল	প্রিয়াঙ্কা বাউরী (প্রথম বর্ষ)	১৯
অবহেলা	সাথী ঘোষ (প্রথম বর্ষ)	১৯
বন্ধুত্ব	শতাব্দী ব্যানার্জী (প্রথম বর্ষ)	২০
বন্ধু মানে	জয়ন্তী কর্মকার (প্রথম বর্ষ)	২০
বর্তমান ভারত	পায়েল মণ্ডল (প্রথম বর্ষ)	২১
১৫ই আগষ্ট	লক্ষ্মী ঘোষ (প্রথম বর্ষ)	২১
দেশ ঢাকছে দূষণে	পূজা সিংহ (দ্বিতীয় বর্ষ)	২২
মরণ খেলা	শ্রুতিকণা নন্দী (প্রথম বর্ষ)	২৩
মা আসছে	শিউলী কুম্ভকার (দ্বিতীয় বর্ষ)	২৩
আর্তনাদ	দোলন ব্যানার্জী (প্রথম বর্ষ)	২৫
আদর্শ মানুষ	মৌসুমী সূত্রধর (প্রথম বর্ষ)	২৬
আর্তনাদ	মৌমিতা প্রতিহার (তৃতীয় সেমেষ্টার)	২৬
এসো শশাঙ্ক	পায়েল ঘোষ (দ্বিতীয় বর্ষ)	২৭
ভ্রমণ পিপাসু	মৌমিতা মাজী (প্রথম বর্ষ)	২৭

❐ শেষপাতা

আমাদের কামনা - আমাদের অঙ্গীকার	৪৬

অধ্যক্ষের প্রতিবেদন

কলেজের সুকুমারমতি ছাত্রছাত্রীদের সাহিত্যের অঙ্গনে ভীরু পদচারণার ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয় দেওয়াল পত্রিকা বা বার্ষিক পত্রিকার পৃষ্ঠায়। প্রতি বছরের মতো সেই প্রকাশ-সম্ভাবনা এবারেও প্রস্ফুটিত হয়েছে **'বলাকা'**-র ছত্রে ছত্রে। ভবিষ্যতে এদেরই মধ্যে থেকে হয়তো রসসাহিত্যের ধারায় কেউ কেউ সঞ্জীবনী সুধা জোগাবে, এই আশা।

এই প্রতিষ্ঠান পায়ে পায়ে ত্রিশ বছর অতিক্রম করলো। চলার পথ তার কুসুমাস্তীর্ন নয়। তবু সে সমুখপানের যাত্রী। শতবাধা পেরিয়ে ধীরে ধীরে তার শ্রীবৃদ্ধি ঘটছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, সরকারি সহায়তা, নানাস্তরীয় শুভাকাঙ্ক্ষীদের বদান্যতায় কলেজের নতুন নতুন ভবন, ছাত্রছাত্রীদের সহায়ক দাবী দাওয়া পূরণ, সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার, ক্রীড়া ও সংস্কৃতিক্ষেত্রে স্থান লাভ, অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে কলেজটি নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়ে চলেছে নিরন্তর। যার সর্বশেষ উদাহরণ NAAC-র স্বীকৃতি ও অনুদান প্রাপ্তি। অধ্যক্ষ হিসেবে এই গৌরবের অংশ হতে পেরে নিজেকে, যেমন ধন্য মনে করছি, তেমনি একাধারে দাবী ও আশা– যেন এখানকার ছাত্রছাত্রীরা ভবিষ্যতে স্ব স্ব ক্ষেত্রে আরো সফলতা পায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলোতেও যেন তারা 'বিশেষ' হয়ে উঠতে পারে।

"বলাকা" আয়তনে ও যোগ্যতায় হয়তো সামান্য। কিন্তু স্বপ্ন-সাধ সেও হয়তো ডানা মেলে একদিন উড়ে যাবে আকাশে। যাঁদের চেষ্টা ও পরিশ্রমে "বলাকা" প্রকাশিত হতে পারলো, সংশ্লিষ্ট সেই সকল ছাত্র–ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং কলেজের সর্বস্তরের কর্মী ও শুভানুধ্যায়ীকে জানাই ধন্যবাদ।

ড. তুষার কান্তি হালদার
অধ্যক্ষ
গোবিন্দ প্রসাদ মহাবিদ্যালয়

পত্রিকা সম্পাদকের কলমে–

- আপনাকে প্রকাশের,নিজের সৃষ্টিকে বাঁচিয়ে রাখার বাসনা থেকেই উদ্ভব হয়েছে শিলালিপির, লেখালেখি-র–সর্বদেশে সর্বযুগে।
- সেই প্রচেষ্টার অঙ্গ ও অংশের স্বাক্ষর –হলেও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র– আমাদের বার্ষিক পত্রিকা "বলাকা"।
- লিখেছেন অনেকেই–বলাবাহুল্য তার দায় সর্বক্ষেত্রে লেখকের-ই। প্রশংসা, সাধুবাদ যেমন তাঁরই প্রাপ্য; নিন্দা, সমালোচনাও তেমনি তাঁর একার।
- সাহিত্যের শ্রীক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার সর্বজনের। আমরা ছাত্র-শিক্ষক সকলকেই স্বাগত জানিয়েছি। মনে সাধ 'বলাকা'-কে সর্ব্বোচ্চ মানে নিয়ে যাওয়ার, সে প্রতিশ্রুতি কতখানি সফল হয়েছে বলবে ভাবীকাল।

বিনীত

পত্রিকা সম্পাদক

বিশ্বজিৎ কুণ্ডু

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

প্রবন্ধ

জ্ঞান ও নৈতিকতার উৎস প্রসঙ্গে দার্শনিক কাণ্ট

অধ্যাপক ডঃ জুড়ান আলি মণ্ডল
(দর্শন বিভাগ)

জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কাণ্ট জ্ঞানের উৎস নিয়ে আলোচনা করেছেন। কাণ্ট তাঁর বই The Critique of pure Reason-এ বলেন– যদিও সমস্ত জ্ঞানের শুরু হয় অভিজ্ঞতা দিয়ে, ভিন্ন কথায় ইন্দ্রিয়ানুভব দিয়ে, তথাপি তা থেকে কিন্তু জাগতিক বিষয়/ বস্তুর জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না। (Allthough all knowledge begins with us from experience that means sense experience it does not arise from experience.) -কাণ্ট বলেন জ্ঞানকে বিশ্লেষণ করলে আমরা দুপ্রকার সামগ্রীর (elements) সন্ধান পাই। এক প্রকার সামগ্রী হল পবির্তনশীল উপাদান স্বরূপ। এদের কাঁচা অনুভব বা সংবেদন (Sensation) বলা হয়। এই সংবেদনগুলি এলোমেলো ও পরস্পর বিচ্ছিন্ন। ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা মারফত এগুলি আমরা লাভ করি। অন্য প্রকার সামগ্রী হল অপরিবর্তনশীল, সার্বিক ও আকার স্বরূপ। এদের উৎস বিষয়ে আমাদের কোন অভিজ্ঞতা নেই। কাণ্ট এর মতে এই অপরিবর্তনশীল আকার স্বরূপ দিকটির উৎস হল বিশুদ্ধবুদ্ধি (Pure Reason)। জ্ঞানের এই আকারগুলি দু প্রকার–কতকগুলি প্রতীতির আকার (Forms of Intuition)–যেমন দেশ (Space) ও কাল (Time) এবং কতগুলি বোধজাত আকার (Categories of understanding) যেমন দ্রব্যত্ব, একত্ব, বহুত্ব সমগ্রত্ব, কার্যকারণত্ব ইত্যাদি ১২টি প্রকার স্বীকৃত। আমাদের বুদ্ধি তার এইসব অভিজ্ঞতাপূর্ব আকারগুলির সাহায্যে কাঁচা অনুভবকে পাকা করে জ্ঞানের বিষয় (object of knowledge) উৎপন্ন করে, ফলে জ্ঞান সম্ভব হয়। এছাড়া দার্শনিক কাণ্ট বুদ্ধির আরও তিনটি ধারণা স্বীকার করেন। সেগুলি হল জগৎ, আত্মা ও ঈশ্বরের ধারণা (Three Ideas of Reasons) এই তিনটি ধারণার সাহায্যে আমাদের বুদ্ধি সমগ্র জ্ঞানজগতকে নিয়ন্ত্রিত করে। এভাবে কাণ্ট প্রতিষ্ঠা করেন যে, জ্ঞান গঠনের ক্ষেত্রে বুদ্ধির ভূমিকাই প্রধান। তাই বোঝা যায় কাণ্টের সমগ্র দর্শন ইন্দ্রিয়ানুভূতির দুটি আকার যথা দেশ ও কাল,বোধজগত ১২টি প্রকার এবং বুদ্ধির তিনটি ধারণার ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

কাণ্ট আরও বলেন– জ্ঞানের আকার ও বুদ্ধির ধারণাগুলি সবই মানসিক ব্যাপার। এজন্য জ্ঞান জগত এক হিসেবে আমাদের মনেরই সৃষ্টি। এভাবে কাণ্ট তাঁর মতবাদে প্রচলিত সরল বস্তুবাদী মতকে খণ্ডন করেন। প্রচলিত মতে জ্ঞানের ক্ষেত্রে আমাদের মন বিষয়কে

অনুসরণ করে। তাই প্রচলিত মতবাদ ছিল বিষয় কেন্দ্রিক। কিন্তু কান্ট প্রচলিত মতবাদের পরিবর্তন সাধন করে বিষয়ীকেন্দ্রিক মতবাদের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর মতে জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিষয় আমাদের মনকে অনুসরণ করে। এভাবে প্রচলিত ধারণার পরিবর্তন করে কান্ট এক বিপ্লব সাধন করেন যা দর্শনের জগতে কোপারনিকান বিপ্লব নামে পরিচিত।

আবার নীতি তত্ত্বের ক্ষেত্রেও আমরা দেখতে পাই যে, কান্ট নৈতিকতার উৎস সন্ধান করেছেন। তাঁর মতে নৈতিকতার উৎস অভিজ্ঞতা হতে পারেনা। নৈতিকতার উৎস হল বুদ্ধি। যেমন, সত্যকার বন্ধু আমরা অভিজ্ঞতায় দেখতে পাই না। কিন্তু সত্যকার বন্ধু হওয়া উচিত-এটা আমরা অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ ভাবেই বুঝতে পারি। এখানে বুদ্ধি তার ঔচিত্য বিষয়ক ধারণার (Ought concept) সাহায্যে নৈতিকতার বাক্যগুলি গঠণ করে। এভাবে তিনি ঔচিত্য বিষয়ক ধারণার / নৈতিকতার উৎস হিসাবে উৎস হিসাবে বুদ্ধিকে যা ব্যবহারিক বুদ্ধি (Practical Reasons) নামে পরিচিত, তাকে প্রতিষ্ঠা করেন।

কান্টের মতে মানুষের নৈতিক জীবন শুরু হয় ইচ্ছাকৃত কাজের মধ্য দিয়ে। তিনি তাঁর (Ground work of the Metaphysic of Morals) গ্রন্থে সদিচ্ছা ধারণাটির সাহায্যে আলোচনা শুরু করেছেন। তাঁর মতে নেতিক ইচ্ছা হল সদিচ্ছা (Goodwill) এই সদিচ্ছা সর্বদাই ভাল এবং নিরপেক্ষভাবে ভাল। তিনি বলেন–এই জগতে এমনকি তার বাইরেও এমন কিছু নেই যা সদিচ্ছার মতো নিরপেক্ষ ভাবে ভাল। (There is nothing in this world, even out of it, that can be called good without qualification except good-will) তিনি আরও বলেন–সদিচ্ছা এমনই এক রত্ন যা কেবল নিজ দীপ্তিতেই দীপ্তিমান হতে পারে। Goodwill is the only jewel that can shine by its own light) যেমন সূর্য পৃথিবীকে আলো দেয়, আবার চন্দ্রও আলো দেয়– তাই উভয়েই ভাল। কিন্তু উভয়ের মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তা হল সূর্য-আপন দীপ্তিতেই দীপ্তিমান হয় কিন্তু চন্দ্র তা হয় না। অনুরূপ ভাবে জাগতিক সুখ, সাহসিকতা বিচক্ষণতা এগুলিও ভাল কিন্তু নিজস্বতায় বা নিরপেক্ষ ভাবে ভাল নয়। এরা কখনও কখনও মন্দ হতে পারে। একমাত্র সদিচ্ছাই নিজসত্তায় ও নিরপেক্ষ ভাবে ভাল। (Goodwill is good in itself) । সদিচ্ছা ছাড়া অন্য সব কিছু কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার উপায় রূপে সাপেক্ষ ভাবে ভাল। কিন্তু সদিচ্ছার ভালত্ব নির্ধারণে বাইরের কোন মাপকাঠি নেই। তাই একমাত্র সদিচ্ছারই স্বকীয় মূল্য আছে। সদিচ্ছায় কোন পরকীয় প্রভাব না থাকায় ইহা সর্বদাই স্বাধীন। অর্থাৎ ইহা আত্মনিয়ন্ত্রণকারী এবং কর্তব্যের জন্য কর্তব্যই duty for duty's sake সদিচ্ছার আদর্শ। এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, সদিচ্ছার এই সব বৈশিষ্ট্যের কারণ কি ? কান্ট বলেন–সদিচ্ছার এই বৈশিষ্ট্যের কারণ হল মূল নৈতিক নিয়মের (Moral law) সাথে তার সঙ্গতি। অতএব,সদিচ্ছা ভাল এ জন্যই যে তা মূল নৈতিক নিয়মের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ (Good-

will is good because it has couformity with morld law.) আবার এই নৈতিক নিয়ম আমরা মানি এজন্য যে তার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা আছে। (We should be moral because we have reverence for the moral law.)

কান্টের মতে এই মূল নৈতিক নিয়মটি আসলে ব্যবহারিক বুদ্ধিজাত বা অন্য কথায় বিবেক প্রসূত। এই ব্যবহারিক বুদ্ধি দুপ্রকার আদেশ বা অনুজ্ঞা দিয়ে আমাদের বিভিন্ন কাজ করতে সাহায্য করে। অনুজ্ঞা দুটির একটি হল শর্তহীন অনুজ্ঞা (Categorical Imperative) -এবং অন্যটি হল শর্তাধীন অনুজ্ঞা (Hypothetical Impeiative) নৈতিক আচরণের ক্ষেত্রে বুদ্ধি যে অনুজ্ঞা দেয় তা হল শর্তহীন অনুজ্ঞা। এছাড়া নীহি নিরপেক্ষ আচরণের জন্য অনুজ্ঞা তা শর্তধীন। শর্তাধীন অনুজ্ঞায় কোন শর্ত ব্যক্ত হয়। যেমন, যদি তুমি এম.এ পড়তে চাও তবে বি.এ. পাশ কর। উভয় অনুজ্ঞায় জনক হল ব্যবহারিক বুদ্ধি। তবে শর্তাধীন অনুজ্ঞার জনককে কান্ট শুদ্ধ ব্যবহারিক বুদ্ধি বলেছেন। ইহা শর্তহীন নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ব্যবহারিক বুদ্ধি থেকে শুদ্ধ ব্যবহারিক বুদ্ধির পার্থক্য আছে, তা হল একটি শর্ত সাপেক্ষ নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং নীতি নিরপেক্ষ আচরণের সাথে সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু অন্যটি শর্তাহীন নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও নৈতিক আচরণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

শর্তহীন অনুজ্ঞা মূল নৈতিক নিয়মের সাথে আমাদের পরিচিত করে। ইহা সার্বিক ও অনিবার্য। এজন্য ইহার অভিজ্ঞতা পূর্ব বৈশিষ্ট্য আছে। সব বিবেকবান মানুষ এই অনুজ্ঞার বশবর্তী। যেমন, সত্যকার বন্ধু হও, প্রতিজ্ঞা পালন কর। এগুলি এক একটি শর্তহীন আদেশ বা অনুজ্ঞা। পালন না করলেও আমরা সবাই ভিতর থেকে এই অনুজ্ঞাগুলি শুনতে পাই। আমরা সবাই এই অনুজ্ঞা পালনে দায়বদ্ধ থাকি। ইহা স্বাধীনতার নিয়য়ের সাথে যুক্ত। কোন আকাঙ্ক্ষা রূপ প্রবৃত্তি এই অনুজ্ঞার জনক নয়। ইহার জনক হল বুদ্ধি। অপরপক্ষে শর্তাধীন অনুজ্ঞা সার্বিক ও অনিবার্য নয়। এর কোন অভিজ্ঞতা পূর্ব বৈশিষ্ট্য নেই। ইহার যা বৈশিষ্ট্য তাহল জাগতিক কার্যকারণ ভিত্তিক। ইহা সাধারণ কর্মের অনুজ্ঞা এবং সুখলাভ করাই এই সব কর্মের বৈশিষ্ট্য।

কান্ট শর্তাহীন অনুজ্ঞার বিভিন্ন রূপের কথা বলেছেন। কান্ট বলেন-তুমি যে কাজটি করছো, অপর সকলেও সেটা করুক এটা ইচ্ছা করতে পারলেই তা একটি নিয়ম হবে। এরকম নৈতিক নিয়মের আরও কিছু রূপের কথা কান্টের নীতি দর্শনে আমরা দেখতে পাই। এর মধ্যে আরও একটা নিয়ম হল– "এমন নিয়ম অনুসারে কাজ কর যাকে একটি সার্বজনীন নিয়মে পরিণত করতে ইচ্ছে করতে পার"। যেমন চুরি করা কোন নিয়ম হতে পারে না, কারণ সকলেই চুরি করুক এমন কোন সাধারণ নিয়ম আমরা ইচ্ছা করতে পারি না। এতে নিজের ক্ষেত্রে অসঙ্গতি আসে যেহেতু কোন ব্যক্তি নিজের চুরি করা সম্পদ অপর কেউ চুরি করুক এটা আর চায় না।

এর থেকে বোঝা যায় যে কান্ট ব্যবহারিক বুদ্ধি বা বিবেকের নিয়মকেই মূল নৈতিক বলেছেন। আর বুদ্ধির নিয়ম হল কর্তব্যের নিয়ম। কর্তব্যের নিয়ম হল শুধু কর্তব্যের জন্য কর্তব্য। কর্তব্যের ক্ষেত্রে আবেগ অনুভূতি ফলাকাঙ্ক্ষা ইত্যাদির কোন স্থান নেই। কর্তব্যই নিয়ম–এটা মনে রেখে কাজ করতে হবে। এখানে কান্টের নীতিতত্ত্বেও আমরা দেখতে পাই– তিনি প্রচলিত ফল মুখী নীতি বিদ্যার পরিবর্তে কর্তব্যমুখী নীতি বিদ্যার সৃষ্টি করেছেন। আবার নীতি বিজ্ঞানে আর একটি ধারণা হল যে– নৈতিক নিয়ম বা বিধি হল ঈশ্বরের আদেশ। প্রচলিত মতে বলা হয়–নৈতিক বিধিগুলি ঈশ্বরের আদেশ বলেই ভাল। কিন্তু কান্ট এর বিপরীত কথা বলেন। তাঁর মতে নৈতিকগুলি ভাল বলেই ঈশ্বরের আদেশ। আমরা দেখেছি কান্ট তাঁর জ্ঞানতত্ত্বের ক্ষেত্রে কোপারনিকাস বিপ্লব সাধন করেছেন বলে দাবী করেন। কিন্তু নীতি তত্ত্বের ক্ষেত্রে প্রচলিত ধারণার পরিবর্তন করলেও কোন বিপ্লব দাবী করেন নি।

"শুধু পাশ করলেই, শুধু ডিগ্রি অর্জন করলেই কি শিক্ষিত বলে ?
যে শিক্ষা মানুষকে সাহস দেখায় না, বীর্য দেয় না–সে আবার কিসের শিক্ষা ?"

-স্বামী বিবেকানন্দ

প্রবন্ধ

আমার দৃষ্টিতে বাঁকুড়া

অধ্যাপক তপন কুমার পণ্ডিত
(ইতিহাস বিভাগ)

বাঁকুড়ার ছেলে আমি। বাঁকুড়ার রূপ, রস গন্ধ আমার প্রতিটি শিরায়, ধমনীতে প্রবহমান। বাঁকুড়ার রুক্ষ লাল মাটিতে আমি লালিত পালিত হয়েছি। সেই বাঁকুড়া জেলা সম্বন্ধে আমি যেটুকু জানি বা যেটুকু শিখেছি একজন শিক্ষক হিসাবে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। বাঁকুড়ার এই লাল মাটিতে আমি যেমন জন্মেছি তেমনি এই মাটিতে জন্মাচ্ছে শাল, শিমুল বট তাল জাম কাঁঠাল প্রভৃতি বৃক্ষ। চড়াই উৎরাই সমৃদ্ধ এই জেলায় চাষবাস অনুন্নত হলেও বাঁকুড়ার ঐতিহাসিক পরিচয় ইতিহাস বিদ্‌দের কাছে আজও গবেষণার বিষয়। আমরা মানুষ হয়েও চোখেও দেখি না, প্রাণে বেঁচে আছি ঠিকই। বাঁকুড়ার মান সম্মান, ঐতিহ্য আমাদের কাছে অবহেলিত হয়ে আছে আজও। এই বাঁকুড়ার রুক্ষ শুষ্ক লাল মাটিতে জন্মেছেন শ্রী শ্রী মা সারদামণি যিনি পরমপ্রিয় শ্রীশ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের সহধর্ধিনী। যিনি আমার মা, আপনার মা, সকলের মা। কথায় আছে হুগলির বর বাঁকুড়ার কনে। বাঁকুড়ার বাল্মীকি রূপে যিনি খ্যাত সেই জগদ্রাম রায় জন্মেছেন এই বাঁকুড়ার রাঙা মাটিতে মেজিয়া থানার কাছে ভুলুই নামক গ্রামে। যিনি 'অষ্ট কাণ্ড রামায়ণ' রচনা করে হয়েছেন বিখ্যাত। ভাস্কর্য শিল্পী যামিনী রায়ের শিল্পকার্য, চিত্রশিল্পী রামকিঙ্কর বেজের শিল্প কর্ম, রামানন্দের শিক্ষানুরাগ যার নামানুসারে বিষ্ণুপুরের রামানন্দ কলেজ। বাঁকুড়ার গান্ধী হিসাবে যিনি সর্বজনবিদিত সেই গোবিন্দ প্রসাদ সিংহ মহাশয়, যার নামানুসারে গোবিন্দ প্রসাদ মহাবিদ্যালয়, গোবিন্দধাম গ্রাম, গোবিন্দনগর হাসপাতাল, গোবিন্দ প্রসাদ সিংহ রোড, গোবিন্দ প্রসাদ স্কুল, জন্মেছেন এই লাল মাটি সমৃদ্ধ বাঁকুড়া জেলায়। যাদের পাদস্পর্শে বাঁকুড়া হয়েছে ধন্য । রামী চণ্ডীদাসের প্রীতি দিগদিগন্তে ছড়িয়েছে মানবপ্রীতি। কথিত আছে বা অনেকেই বলে থাকেন বাঁকুড়ার ছাতনা হল রামী চণ্ডীদাসের আসল ঠিকানা-অনেকে আবার বলেন বড়ু চণ্ডীদাসের আস্তানা ছিল এই ছাতনায়।

বাঁকুড়া জেলার অন্যতম বিখ্যাত শহর বিষ্ণুপুর। বিষ্ণুপুরের মল্লরাজা হাম্বির যার মান রক্ষায় বিষ্ণুপুরে এখনও রয়েছে দলমাদল কামান, মদনমোহন মন্দিরে সাক্ষী গোপাল। পর্যটকদের কাছে বিষ্ণুপুর, জয়রামবাটী, মুকুটমনিপুর, শুশুনিয়া, বিহারীনাথ, গাংদোয়া জলাধার, কোড়ো পাহাড়ের পার্ব্বতী মায়ের মন্দির আকর্ষনীয় স্থান। চৈত্রমাসের ধারায় শুশুনিয়া এবং শিবরাত্রিতে বিহারীনাথের উপচে পড়া ভীড় চোখে দেখার মতো। এছাড়া বহু স্বাধীনতা সংগ্রামী

জন্মেছেন বাঁকুড়া জেলায়। জন্মেছেন গোবিন্দ প্রসাদ সিংহ গোবিন্দধাম গ্রামে, শালতোড়ায় সতীশ সেন, অমরকাননের শিশুবাবু, রামলোচন বাবু, এছাড়া বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন প্রান্তে জন্মেছেন সুশীল পালিত,অশ্বিনী রাজ, কমল হেমব্রম ও আরো অনেকে। ছান্দারের বেচু দত্ত ও গোপেশ্বর, বেলিয়াতোড়ের সুভাষ চক্রবর্ত্তী সঙ্গীতে বাঁকুড়ার বাতাসকে করেছেন মুখরিত। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, মহাত্মা গান্ধী, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী-র পাদস্পর্শে আমাদের এলাকা অমরকানন হয়েছে ধন্য। স্বাধীনতা সংগ্রামে বহু কৃষক, মেহনতী মানুষের আত্মত্যাগের কাহিনী আজ ইতিহাসের পাতায় হারিয়ে গেছে। বাঁকুড়ার কবর ডাঙ্গায় কবর খুঁড়লে এখনও পাওয়া যাবে তাঁদের কঙ্কাল। গান্ধীজির আহ্বানে বিয়াল্লিশের বিপ্লবে বহু বাঁকুড়াবাসী নেমেছিল পথে। ১৯০৫ সাল বঙ্গভঙ্গের সময় বিদ্রোহী অভিযানে বাঁকুড়ার রাজগ্রামের মাটি রক্তে হয়েছিল লাল। ব্রিটিশদের সাথে গুলি বিনিময় হয়েছিল নন্দীগ্রামে। বাঁকুড়ার তালডাংরায় বহু মানুষ ব্রিটিশদের সাথে লড়াই-এ তাদের অমূল্য জীবন দান করেছিল। মালিয়াড়ার রাজপ্রাসাদে ইংরেজ সিপাহীর দল এসে মালিয়াড়াকে করেছিল ছিন্নভিন্ন। মালিয়াড়ায় গেলে বহু বয়স্ক মানুষদের কাছে এই গল্প শুনতে পাওয়া যাবে। বাঁকুড়ার ভূতশহরে কোন এক নাবালক শিশুকে যীশুর মতো ক্রুশবিদ্ধ করে মেরে ফেলা হয়েছিল। সাহেবী হানার নির্মম অত্যাচারের আরো উদাহরণ পাই কাঞ্চনপুরের রথীন তাঁতীর বৃদ্ধ পিতাকে গাড়ীর চাকায় পিষে মেরে ফেলার ঘটনায়। ব্রিটিশ পালোয়ানেরা রাঙামাটির পুরন্দরপুরের মুখুজ্যে আর চট্টরাজ ঘরে চালিয়েছিল অমানবিক অত্যাচার। ছাতনা গ্রামের গাঙ্গুলী পরিবারের কোন এক বুড়োকে বেঁধে পিঠের উপর চালিয়ে ছিল বেত। শহীদ ক্ষুদিরামের দিদির বাড়ি হল জয়পুর–সেখানে ছোট্ট ক্ষুদিরাম দিদির বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে পেয়েছিল বিপ্লবী প্রেরণা মন্ত্র। বঙ্গভঙ্গের সময় তালডাংরায় ব্রিটিশ দারোগা অনেক সাঁওতালকে করেছিল জোর করে খ্রীষ্টান। বিপ্লবী বীর মাণিক দত্ত জন্মেছিলেন বাঁকুড়া জেলার ওন্দাগ্রামে। সেই সময় ওন্দা ছিল চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের মিলন কেন্দ্র।

বাঁকুড়া রায়ের নামে এই বাঁকুড়া জেলা– তাঁর শিক্ষাগুরু কবিকঙ্কন এই মাটিতেই জন্মে বাঁকুড়াকে করেছিলেন ধন্য। বড়জোড়া থানার পখন্নায় গেড়ি রাজের অনেক কীর্তিকাহিনী আছে ছড়িয়ে। বাঁকুড়া জেলার বহুলারা গ্রামে এবং পাহাড়পুরে প্রাচীন যুগের বহু শিল্পকর্মের সন্ধান মেলে। মোঘল আমলে কোতলপুর হতে ব্যাপকহারে মুরগী কোতল করা হত। 'কোতল' হল উর্দু শব্দ। কোতলপুরের অনেক কোতোয়াল ইংরেজ আমলে বিপ্লবী দলে পরবর্তীকালে নাম নিয়েছিল।

১৭৬০ সালে মল্লভূম ব্রিটিশের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করে। ১৭৬৬ তে বিষ্ণুপুর থেকে হয় প্রথম ব্রিটিশ শাসন। ১৭৮৭ খ্রীঃ লর্ড কর্ণওয়ালিশ বীরভূম মল্লভূমকে এক জেলা করে। ১৮০৫ সালে ব্রিটিশ আমলে বাঁকুড়া জঙ্গলমহলের খ্যাতি লাভ করে। ১৮০৬ সালে বিষ্ণুপুর রাজ লোপ পায়। বর্ধমানের মহারাজা তার জমিদারী কিনে নেবার ফলে। ১৮৩৩ তে মল্লভূম নিঃশেষ হয়, পরিচিতি লাভ করে বর্ধমান। ১৮৭২সালে ইন্দাস কোতুলপুর দ্বন্দ্ব লাগে। এই বিদ্রোহে যোগ

দেয় সোনামুখী, ছাতনা। বিদ্রোহ, সন্ত্রাস মিলে মিশে ১৮৮১ তে বাঁকুড়ার জন্ম।

বাঁকুড়া রায়ের নামে এই বাঁকুড়া জেলা। বাঁকুড়া জেলার আয়তন তখনকার সময় ৬,৬৮১ বর্গ কিমি। প্রধান নদ-নদী– দ্বারকেশ্বর, গন্ধেশ্বরী, কংসাবতী, কুমারী। রেশম তসরে সমৃদ্ধ সোনামুখী, বড়জোড়ায় প্লাস্টিক কারখানা, মেজিয়ার তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, কালিদাসপুরে কয়লাখনি। কাঁসা শিল্পে কেঞ্জাকুড়া, ডোকরা শিল্পে,টেরাকোটা বিকনা ,শঙ্খ শিল্পে বিষ্ণুপুর, তাঁত শিল্পে রাজগ্রাম, শুশুনিয়া পাথর শিল্পে, বাঁকুড়ার বিভিন্ন জায়গায় পোড়ামাটি শিল্প জগৎ বিখ্যাত। এই জেলার বেশীর ভাগ মানুষ কৃষিজীবি। রথযাত্রা, মনসাপূজা, জন্মাষ্টমী, রাধাষ্টমী, ভাদু ও টুসু পরব, রাখীপূর্ণিমা, শিবের গাজন চড়ক পূজো, দুর্গা, কালী, সরস্বতী কার্তিক গণেশ জগদ্ধাত্রী সব পূজোয় বাঁকুড়াবাসী মেতে ওঠে। বিভিন্ন ধর্ম ও বর্ণের লোক এই জেলায় তৈরী করেছে মন্দির ও মসজিদ, গীর্জা, বাঁকুড়ার কেঠারডাঙ্গা, পখন্না, ছাতনা, পুনিশোল, কাশতোড়া, মোহনা, ধলাগড়্যা বাদুলাড়া, বেলুট, রাজপুর, পাঁচমুড়া কাটাদিঘি, ইন্দাস, ঘুসবাইদ, মুকুন্দপুর ইত্যাদি গ্রামে যদি আমরা যাই তাহলে মসজিদ দেখতে পাবো। প্রচুর মুসলিম সম্প্রদায়ের লোক এখানে বাস করে। অপরদিকে ১৮৮০ সালে বাঁকুড়া শহরে উইলিয়াম স্পিক এসে জমি জমা বিক্রি করে নতুনচটিতে প্রথম গড়ে তোলেন গীর্জা। যেখানে প্রথমে খ্রীষ্টানদের অধিষ্ঠান গড়ে ওঠে। পরে হয় খ্রীষ্টান কলেজ। ১৮৮১ সালে আদিবাসী এলাকা সারেঙ্গায় গড়ে ওঠে ব্রিটিশ গীর্জা। তেলিজা, বেড়াবাদ,রাইপুর, রানীবাঁধ, কুচডিহা, মাসড়ায়, রাধাগোবিন্দপুর, বেলাশোল, বিষ্ণুপুর কুচলাঘাটী, জামশোল ইত্যাদি জায়গায় ইহুদিরা গীর্জা তৈরি করে। এছাড়া বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন প্রান্তে রয়েছে হিন্দুদের বিভিন্ন দেব দেবীর মন্দির। বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাস এই বাঁকুড়ায়।

যাদের বাঁকুড়া জেলায় বাস তাঁদের জন্যই এই ইতিহাস। এই ইতিহাস সৃষ্টি করেছে মানুষ। কারণ মানুষ বাদ দিয়ে ইতিহাস নয়। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ধর্মের বিভেদ ভুলে বাঁকুড়ার উন্নয়নে আমাদের সকলকে সচেষ্ট হতে হবে ঐক্যবদ্ধ ভাবে। বাঁকুড়া জেলার উন্নয়নে দায়িত্ব নিতে হবে আমাদের মতো শিক্ষিত সমাজকে।

❐ প্রবন্ধ

একটি গাছের আত্ম কাহিনী

রিম্পা মণ্ডল
(প্রথম বর্ষ)

আমি একটি আম গাছ। কোনো এক গ্রামের বধূ বাসন ধুতে এসে আমাকে ফেলে যায় পুকুর ঘাটে। কিছু দিন পরে অঙ্কুরিত হয়ে আমি জন্মালাম। কাণ্ড ডাল পালা নিয়ে একটু একটু করে বড়ো হতে– লাগলাম। একদিন এক রাখাল ছেলে এসে আমাকে পুকুর ঘাটে থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে পুকুর পাড়ে রোপন করে। আমি বড় হলাম।

আমার শাখা প্রশাখা বিস্তারিত করে ফুলে ফলে ভরিয়ে দিলাম। আমি গর্বিত হলাম। কিন্তু ছোটো ছেলেরা স্নান করতে এসে আমার গায়ে ঢিল ছোঁড়ে। আঘাত লাগে। কিন্তু ছোটো ছোটো ছেলেরা আনন্দ পায়। এমনি করে আমার দিন যায়।

একদিন এক কাঠুরিয়া এসে কুড়ুল নিয়ে আমার তলায় দাঁড়াল। আমি বুঝতে পারলাম আমাকে কেটে ফেলবে। আমি অঝোর নয়নে কাঁদতে লাগলাম আর বললাম, আমায় মেরোনা, আমার প্রাণ আছে। আমার আর্তনাদ কেউ শুনতে পেলনা। আমায় কেটে ফেলা হল জ্বালানির জন্য। আমি জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেলাম।

কবিতা

বীর সৈনিক

অমিত সিংহ
(প্রথম বর্ষ)

দেশের জন্য দিলে প্রাণ
বীর সৈনিক তোমার নাম
তুমি রেখেছো দেশের সম্মান
জননীর তুমি ধন্য সন্তান।
বীর যে তুমি বীর ভারতে
দেখাইলে কারগিলেতে
দস্যুদের নিধন করে,
হও তুমি মহান

বীর সৈনিক তোমায় সেলাম
মায়ের আঁচল শূন্য করে,
বীরের মতো প্রাণ যে দিলো
গর্ব মোদের তোমায় নিয়ে
হও মোদের তোমায় নিয়ে
হও তুমি অমর জোয়ান
বীর সৈনিক তোমায় সেলাম।

দশভূজা

প্রশান্ত দাস
(দ্বিতীয় বর্ষ)

দশভূজা দুর্গা তোমায়
আমরা ভালোবাসি
তাইতো তোমার চরণতলে
দলবেঁধে আসি।
অল্প প্রশ্ন খানিক কথা
মনে লুকিয়ে আছে
প্রশ্নগুলোর জবাব চাই মা
আমি তোমার কাছে।
তুমি তোমার দশটি হাতে
অস্ত্র আছো ধরে,
খিদে পেলে ভাত মেখে মা
খাবে কেমন করে,
তোমার মাগো দশটি হাত
একটিও নাই খালি
তোমার যখন মজা লাগে
কোন হাতে দাও তালি,
ষষ্ঠীর দিনে এসো তুমি
হাসি হাসি মুখে,
দশমীতে যাও কেন মা
অশ্রুভরা চোখে।
এত সব প্রশ্ন করেও
উত্তর পেলাম নাকো
শেষ প্রশ্নের উত্তর দিও
তুমি কোথায় থাকো

❐ ভ্রমণ

রাজকীয় রাজস্থান

বিশ্বজিৎ কুণ্ডু
(সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ)

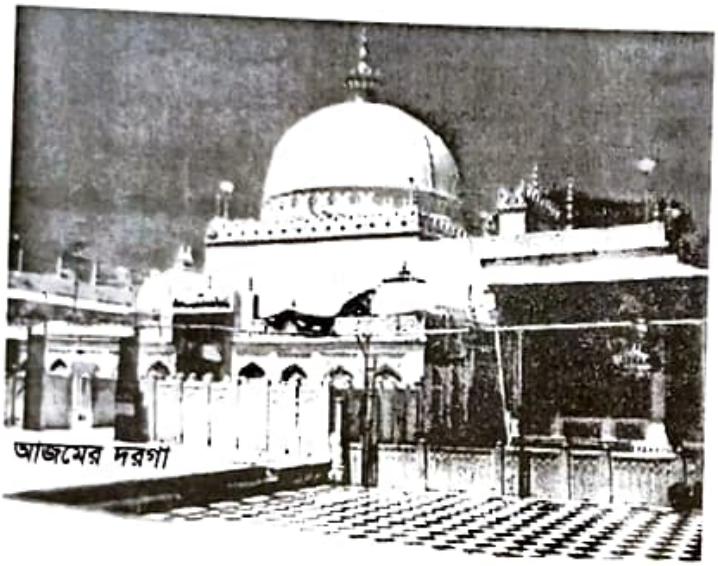
আজমের দরগা

ভ্রমণ মানে তো শুধু ঘোরা নয়–আরো অনেক বেশি। ঢের গুরুত্বপূর্ণ। ভ্রমনে মন থাকবে–লেখায় মনন থাকবে। মন সেখানে ডুব দেবে ইতিহাসে। উঠে আসবে মানুষ ও তার সংস্কৃতি। আবিষ্কারের চোখ আর নেশা খুঁজে পাবে ভবিষ্যতের ঠিকানা। রাজস্থান ভ্রমণ তাই দিনলিপি নয়–ট্রেনের টাইম টেবিল নয়–স্থানের বিবরণ-নামা মাত্র নয়। রাজার স্থান– সে ইতিহাসের। স্থানের রাজা-সে বর্তমানের। দুয়ের সমন্বয়ে এই ভ্রমণ।

জয়সালমীরে এসে পৌছালুম কাকভোরের ঠিক আগে। ছোট্ট স্টেশন–গায়ে মরুভূমির স্ট্যাম্প লাগা। সোনার কেল্লা যেন হাজার বাতির আলো জ্বালবে বলে সূর্য্যির আলো শুষছে। গেলুম গাদিসার লেক। তেমন বড় নয়–জলের বাইরের মন্দিরে বেশ রোমাঞ্চ লাগে। সোনার কেল্লার এখনো রয়েছে রাজপরিবার ও তার আমলাদের উত্তরপুরুষেরা । সংখ্যাটা নেহাৎ কম নয়। ওখানে পাগড়ি পরে আমির–ওমরাহদের জিনিস ব্যবহার করে ছবি তোলাটা ফ্যাশন। রাজস্থানের খাবারে বৈচিত্র্য নেহাতই কম। বাজরার রুটিও গ্রামের দিকে মেলে–শহরে ওরা অনাদৃত না অবহেলিত–ঠিক বোধগম্য হল না। বিকেলে মরুভূমিতে গিয়ে দেখলুম সেখানে ক্যানেলের জল দিয়ে দিব্যি চাষের ব্যবস্থা হচ্ছে। বালি ও কাঁটাগাছও সুপ্রচুর নয়। প্রচুর হোটেল ও ক্যাম্প– মানুষের সাম্রাজ্য প্রকৃতিকে কেমন করে শেষ করছে, তার মোক্ষম দৃষ্টান্ত। রাজস্থানী গান শুনলুম–উগ্র ও উন্মাদনা ভরা সুর। গতি আছে–ভাব কম। আর সর্বত্র পর্যটকদের টাকা লুট করার নমুনা। সন্ধ্যায় রাজস্থানী গান–সেখানে থাবা বসিয়েছে চটুল হিন্দি গান। culture কি তবে কেন্দ্রানুগ হয়ে তার প্রান্তিক সত্তাকে বিসর্জন দেবে ?

যোধপুরে ট্রেন পথে আসার পথে মরুভূমির রূপ বরং বেশ ভাল। যোধপুর নীল শহর–তবে ইদানিং আর কেউ সেখানে নাকি নীল রঙ দিতে রাজি নয়। মডার্ণ এভাবেই

ট্রাডিশনকে মারছে। সর্বত্রই। যোধপুরের খাবারে বৈচিত্র্য খুব বেশি। 'ঘামণ্ড' নামে একটা পদ বেশ ভাল। তবে দোকানদাররা খুব ঠকায়। তারা খুব ঐক্যবদ্ধ। খদ্দের প্রথম যে দোকানে যাবে সেখানে চড়া দাম বলা হবে–অন্য দোকানে তাকে আর কিনতে দেওয়া হবে না। প্রথম দোকানের লোক ফেউয়ের মত আপনার সাথে ঘুরতে থাকবে। উমেদ ভবন দেখালো কিভাবে ব্যবসা করতে হবে। মেহেরনগড় ফোর্টে এক একজনের দুশোর উপর টিকিট। গাইড পাঁচশো। ওরা জানে কিভাবে বাণিজ্য করতে হয়। একটু সাজিয়ে গুছিয়ে দেদার রোজগার। রাস্তাতে কুড়ি কিমি পর পর টোল বসিয়েছে। হাজার কিমি গাড়িরাস্তায় টোল গুনতে হয়েছে হাজার আড়াই মুর্শিদাবাদ আমরা সাজাতে পারি নি। ওরা টোলের পয়সায় ঝাঁ চকচকে চার লেনের রাস্তা বানিয়েছে। আমরাও পারব আশা রাখি। রাজস্থানে দেখলুম ওখানে দুটোই শ্রেণি। বিরাট ধনী রাজারা গেলেও ডামি বা নকল ছেড়ে গেছেন। আর খুব গরীব– চাষবাস তেমন নেই। বিরাট শিল্পও নেই। বাংলা মধ্যবিত্ত প্রধান ও ভাগ্যবান। আর একটা জিনিস সারা ভারত ঘুরে বুঝেছি– খাবার দাবার ও জিনিসপত্রের এত কম দাম ভূ-ভারতে কোথাও নেই। আর এতরকম খাবারের বাহার! কোথাও নেই। চল্লিশ টাকায় মাছ ভাত–এখানে। রাজস্থানে দুটো পরোটা, পাপড়, একটা ঝোল– দেড়শো টাকা। আমরা টুরিজিম নিয়ে আর টোল নিয়ে ভাবলে বাংলা সোনার বাংলাই হবে। আশার কথা, কাজ শুরু হয়েছে।

মাউন্ট আবু কোন যুক্তিতে শৈল শহর জানি না। পাহাড়ি শহর বলা চলে। অক্টোবরেও ঠাণ্ডা নেই। ওখানের দিলওহারা জৈন মন্দির সত্যিই আশ্চর্যের। অপূর্ব তার কারুকার্য। এক তাজমহল ছাড়া তার তুলনা নেই। তবে প্রচারটা বড়ই কম। ছবি তোলা নিষিদ্ধ হওয়ায় পাবলিসিটি মার খাচ্ছে। জৈনরা সংকীর্ণ গণ্ডী থেকে বেরিয়ে বিষয়টা ভাবলে জৈনধর্মের প্রচার ও প্রসারে এই মন্দির বিশেষ অবদান রাখবে বলে মনে করি।

ওখান থেকে উদয়পুর যাওয়ার পথটি চমৎকার। পাহাড় কেটে তৈরি রাস্তা–বিস্তৃত আতার জঙ্গল। সস্তা আতা আর অসাধারণ দুধের চা– রাজস্থানে দুটি অনন্য খাদ্যবস্তু। আর পুষ্করের দই-লস্যি। উদয়পুরের লেক পিছোলা ভাল। তবে সিটি প্যালেস চড়া টিকিটের বৈচিত্র্যহীন। আসলে ওরা জানে কেমন করে রোজগার করতে হয়। বরং পাহাড়ের চূড়োয় মনসুন ভবন সুন্দর। বিশেষ করে সূর্যাস্তের মায়াবি আলোয় মোহময়।

আজমেরের দরগা বেশ ভালো–পরিচ্ছন্নতার অভাব বাদ দিলে বেশ সুন্দর। ব্রহ্মার একমাত্র মন্দির পুষ্কর কম খরচের জায়গা। পাণ্ডার অত্যাচার নেই– মাত্র কুড়ি টাকায় গাইড মেলে। জয়পুরে হাওয়া মহল বাইরে থেকে অপূর্ব। পাহাড়ের ওপর আমের দুর্গও চমৎকার। জয়পুর ও পুষ্করের কাপড়ের বাজার সত্যি অপূর্ব ও সস্তা। তবে পদে পদে ঠগের দাপটে ঠকার ভয়। ড্রাইভার-গাইড-হোটেল সব স্থানে কমিশন। পাড়ায় পাড়ায় 'দাদা'-রা গাড়ি ভাড়া দেবে। ড্রাইভারেরও কিছু করার নেই। পর্যটক সেখানে পাত্তাই পাবে না। জয়পুর তবে বাস্তবিক গোলাপী শহর। তবে গেরুয়া-গেরুয়ার মাখামাখি রঙ। আছে সবুজের সমারোহ। পাহাড়ের বেড়া। সব মিলিয়ে রাজস্থান ইতিহাসের আর পাহাড়ি–ভূগোলের।

❐ কবিতা

জ্যোৎস্না

অভিজিৎ মণ্ডল
(প্রথম বর্ষ)

আঙিনাতে মোর ফুটিয়াছে চাঁদের প্রহর
আঁধার ভগ্ন করে আনিয়াছে সুখের শহর।

ডাকে আজ ম্লান আলো হয়ে এলোমেলো
নিথর প্রাণ নিভৃত দেখে আজ আলোগুলো

চাঁদের চিত্র কল্পনার ক্যানভাস
মুছে গেছে ক্লান্তি ঘুচে গেছে বিলাপ

হৈমপাখা জড়িয়ে দিল শরীরে তোমার
উদভ্রান্ত মন দেখে কাননের অম্বর

নদী তীরে বসে একা চাঁদের আবেশে
একা করি জ্যোৎস্না গ্রাস গভীর নিশিতে।

ছায়াবৃত তীর হবে অমৃত শরীর
আঁধারে হবে প্রেম রাত প্রহরীর

চাতক আজ থাকবে তীরে বসে
জ্যোৎস্না মাখা মন নিয়ে নতুন প্রদেশে।

ছাত্র সমাজ

সূর্যকান্ত সিংহ
(প্রথম বর্ষ)

আমাদের এই ছাত্র সমাজ
করবে একদিন জগৎ জয়।
দাঁড়াবে তারা নিজের পায়ে
দেখবে সারা বিশ্বময়।
আমাদের এই ছাত্র সমাজ
করবে দেশকে উন্নত,
দেখবে সারা দেশ ময়
এই ভারতমাতার ছাত্র সমাজ
কতটা উন্নত।
গড়তে তারা নতুন শিক্ষা দীক্ষা।
গড়বে তারা নতুন আচার আচরণ
যার ফলে আমাদের দেশ হবে
সুন্দর সুশীল ও শুভময়।
আমাদের এই ছাত্রসমাজ, করবে
প্রতিটি পদক্ষেপে উন্নতি-
যার সাক্ষি হয়ে থাকবে
আমাদের এই ভারত ভূমি ॥

কবিতা

ঋতু রানী শরৎ

জুই মণ্ডল
(প্রথম বর্ষ)

শিশির ভেজা ঘাসে
ভোরের আলো হাসে,
মেঘগুলো ঐ নীল আকাশে
তুলোর মতোন ভাসে।

শিউলি ফুলের গাছে
পূজোর হাওয়া আসে
পুকুর ভরা পদ্ম-শালুক
মন ভরিয়ে হাসে।

ঋতু

মৌমিতা মাজী
(প্রথম বর্ষ)

গ্রীষ্মকালে মরে মানুষ
চায় বারিধারা।
বর্ষা আসে আষাঢ় মাসে
বন্যাতে হয় সারা।
শরৎ আসে শিউলি আসে
হাসে কাশের ফুল।
হেমন্ততে শিশির পড়ে
গাছে ফোটে ফুল।
শীতকালেতে সরস্বতীর
করি আরাধনা।
কুহু ডাকে বসন্ত জাগে
দোলের আনাগোনা।

হারিয়ে যাওয়া

সোমা বাউরী
(প্রথম বর্ষ)

হারিয়ে গেছে অনেক কিছু
সকাল থেকে রাত
হারিয়ে গেছে পাশাপাশি
আঁকড়ে ধরা হাত,
হারিয়ে গেছে প্রথম প্রেম
টুকরো হয়ে মন
চলতে চলতে হারিয়ে গেছে
কত আপনজন॥

মা ও বাবা

ঝুমা কুণ্ডু
(প্রথম বর্ষ)

মা এর কোলে জন্ম আমার
মায়ের কোলেই বাস,
মায়ের কোলেই হয়েছি বড়ো
শত শত মাস।
বাবা শিখিয়েছে হাঁটাচলা
মা শিখিয়েছে কথা বলা
কিন্তু হবার পর থেকে যে
মাকে করেছি ঝালাপালা
মা সে সব সহ্য করেছে
বাবা করেছে মুখ
বাবার সাথে ঝগড়া করে
মা দিয়েছে মোদের সুখ
মা বাবা সন্তানের ভালোর জন্য ভাবে
মাকে কেউ ভুলে যেও না
তাহলে যে জীবনে
অনেক কষ্ট পাবে।

স্বপ্ন

ঝিলিক গরাই
(প্রথম বর্ষ)

স্বপ্ন মানে একটু খুশি স্বপ্ন মানে ব্যথা
স্বপ্ন মানে হারিয়ে যাওয়া পুরনোদিনের কথা
স্বপ্ন মানে দুঃখের মাঝে হালকা খুশির ছোঁয়া,
স্বপ্ন মানে জীবন পথের নতুন দিনের হাওয়া।
স্বপ্ন মানে প্রাণে ভরা নদীর জোয়ার,
স্বপ্ন মানে দুঃখের ছোঁয়া, সেও কাঁদায় আবার
স্বপ্ন মানে ভাঁটা জীবন, নতুন করে গড়া
স্বপ্ন মানে হারানো জীবন, আবার শুরু করা
স্বপ্ন ছাড়া এই দুনিয়ার সবই লাগে একা
সুখ দুঃখের প্রসাদ সেতো, তাইতো স্বপ্ন দেখা।

"ভুল করার সকল দরজাগুলি যদি বন্ধ করে দাও, তাহলে ঠিক করার দরজাও বন্ধ হয়ে যায়।
– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জাত

রুনু ঘোষ
(সহকারী অধ্যাপিকা, ইতিহাস বিভাগ)

একবিংশ শতাব্দী
এত পিছিয়ে পড়ছো কেন ?
হাসছো.... ভাবছো তোমার উন্নতি-প্রগতির
খবর রাখিনা কোন
সে খবরও রাখতে হয় বইকি
আজ হাতে হাতে ক্রীন টাচ মোবাইল, ব্লুটুথ
ফেসবুক, আইপড, আইফোন, রোবটিক যান্ত্রিকতায়
সবেগে ধাবিত তোমার বিজয়রথ
তবুও কোন এক অজ্ঞাতকালে সৃষ্টি হওয়া
জাত-পাত ধর্মের বেড়াজাল
টপকাতে গিয়ে হোঁচট খাচ্ছো বার বার
কাঁটাতারের আঘাতে করছো রক্তস্নান
কোথায় যে কত হারালো প্রাণ হিসেব নেবেনা তার ?
আজও চারিদিকে জাত পাত আর ধর্মের হানাহানি
সোশ্যালেও নেই কোন মানামানি
তা দেখে জাত্যাভিমানীর দল আনন্দে আত্মহারা
অজ্ঞানতার অন্ধ মায়ায় বিবেক দিশেহারা।
দিকে দিকে মানবাধিকার নিয়ে চর্চার মাঝেও
মানব ধর্ম অন্তগামী
দলিত, দরিদ্র পদতলে পিষ্ট করছে ভণ্ড ভেকধারী।
তারা শুধু news চায় মিডিয়ায় মুখ দেখাতে
নয়তো মিছেই মাতামাতি।
এখনো বংশ আর গাত্রবর্ণ তোমার পরিচিতি
যোগ্যতা সে বুঝি মেকী ?
ধর্ম বর্ণ থমকাতে চায় তোমার বিবাহরীতি
একবিংশ শতাব্দী এখনো সময় আছে জাগো-
ঢুলু ঢুলু চোখে মেলো
ভোরের আলো, মুক্ত বাতাস আসতে দাও ঘরে
'চরৈবেতি' মন্ত্রে তোমার লক্ষ্য কর স্থির
যেতে হবে অনেকটা পথ হোয়োনা অস্থির।

অভাগা শিশু

সৌরভ দে
(অতিথি অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ)

অস্থির বাজারের চঞ্চলতার মাঝে একটি শিশু
শুয়ে আছে ব্যস্ত রাস্তার ওপর,
গায়ে তার ছেঁড়া পোশাক আর ছেঁড়া বস্তা
ওই শব্দের মধ্যেও শুয়ে আছে শান্তিতে,
হয়তো অনেক স্বপ্ন তার চোখকে আড়ষ্ট করেছে
নয়তো কোন তীব্র যন্ত্রনায় সে কাতর।

তার তো কোন মা নেই
নেই কোন ভালোবাসার আপনজন,
নেই কেউ তার স্বপ্নের ঘুম ভাঙানোর
ব্যস্ততার মাঝে নেই তাকে কেউ জিজ্ঞেস করার,
তার জন্য হয়তো লেখা হয়নি সরকারি খাতায়
সভ্য মানুষের ভিড়ে কারো চোখ পড়ে না তার দিকে
কারণ সে এক অভাগা শিশু,
পৃথিবীর প্রথম আলোয় অভিশপ্ত সে
আজ যেন সবচাইতে খুশি
হয়তো অনেক আনন্দ তাকে একটু শান্তি দিয়েছে,
হঠাৎ এক নির্দয় মানুষের চোখ পড়ল তার দিকে,
তীব্র পদাঘাতে ঘুম ভাঙানোর চেষ্টা করল শিশুটির
তবু আজ ঘুম ভাঙল না তার
হৃদয়হীন বাস্তব স্বপ্ন দিয়ে ঘিরে রাখল তাকে
আর শেষ শান্তি দিল ওই দুর্বল আগুন
কারণ, সে এক মৃত শিশু।

থিম্ পূজো

মৌমিতা গরাই

(অতিথি অধ্যাপিকা, ভূগোল বিভাগ)

থিম্ পূজোর ঘটা এখন,
ঢাকঢোলে নাই জোর;
বক্স বাজিয়ে প্যাণ্ডেলগুলো
করছে হট্টগোল।
শিল্পীদের কেরামতি
নয়নভরা সব থিম;
কিছু কিছু দেখলে তোমার
হবে যে হাড়হিম।
বাহারি নামের থিমগুলো সব
রঙীন আলোর সাজে,
মায়াবি তার রূপ নিয়ে যে
কানের কাছে বাজে।
আমড়া আঁটি, পাটের কাঠি
শামুক, ঝিনুক ,শাঁখ
সব কিছুতে প্যাণ্ডেল সাজে
যায় না কিছু বাদ।
মায়ের মূর্তি জৌলুসহীন
প্যাণ্ডেলেতে জোর;
লোক দেখানো শিল্প কর্মে
আমরা হয়েছি বিভোর।
সবাই বলে আমি বড়ো
তোমারটা তো হীন;
প্রথম হওয়ার প্রতিযোগিতা
বাড়ছে দিন দিন।
বাইরেতে আলোর চমক
হৃদয় অন্তঃসারশূন্য;
মানবিকতা হারিয়ে মানুষ
মানুষকে করছে পণ্য ॥

বদ্ধভূমি

বিবেকানন্দ সিংহ
(অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ)

উদাসী মন ভাবনা তরঙ্গে শূন্যতার বুকে ঢেউয়ের সন্ধানে,
ভরা জোয়ারের আশায় সীমাহীন প্রত্যাশার চাদরে হৃদয় জড়ানো,
প্রভাত আকাশে টুকরো মেঘের উঁকি মর্মবেদনা উপশমের বার্তা বয়ে আনে।

দিবানিশির অহরহ আবর্তনে লুপ্ত স্থিতির উত্থান দূরআশ,
বুকভরা উচ্ছাসের কলতান মুখর সুরমুর্চ্ছনা,
অঙ্গরাগের খেয়ালে তরঙ্গায়িত সুখবিলাস।

ভরা বর্ষায় উর্ব্বর বুকের উত্তাল মাতন, নেশা জাগানো নীলরাত,
সুখের পরশে তৃপ্তির আবেশ মাখানো চোখ,
প্রত্যাশার বন্যায় ভাসবে জীবন তরী রইবেনা অজুহাত।

জোছনায় চাঁদ-তারার প্রতিচ্ছবি ভরা কালো জলের ছলাৎ ছলাৎ ছন্দ,
উদ্বেলিত হিয়ার মাঝে আশার আলোক বাতি,
দিন বদলের নিয়মে সুখস্মৃতি অন্ধকার কারাগারে চাবি বন্ধ।

বসন্তের পড়ন্ত বেলায় ঝরা পাতার ক্রন্দন বিলাপ,
বিধাতার কোপে অসহায় অন্তরজ্বালার পোড়াগন্ধ,
অবজ্ঞার পদতলে রঙ বেরঙের হাসি ফ্যাকাশে নিরুত্তাপ।

বেগবান উল্লাসী সজীবতা নিথর সীমারেখায় আবদ্ধ,
ভাবনার স্রোত স্তিমিত হয়ে ভাঁটার বেড়াজালে বন্দী,
মরে যাওয়া ইচ্ছেগুলো শুকনো নদীর বাঁকে পরিত্যক্ত হয়ে জড় নিঃস্তব্ধ।

এমনি করেই দিন আসে যায় চিরনিয়মের ধারায়,
নিঃশ্বেসিত মনোবল পায়না নূতন আলোর ঠিকানা,
সুখ-দুঃখের আবর্তে বেদনাহত মন ডুকরে কেঁদে পথ খুঁজে বেড়ায়॥

ঋতুকাল

প্রিয়াঙ্কা বাউরী
(প্রথম বর্ষ)

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ গ্রীষ্মকাল
জলের অভাব ভাই,
খাওয়া দাওয়া যেমন তেমন
রাতে ঘুম নেই।
আষাঢ় শ্রাবণ বর্ষাকাল
অতিবৃষ্টি হয়,
ভালো জামা কাপড় পরে
বাইরে যাওয়া ভয়।
ভাদ্র, আশ্বিন শরৎকাল
মাথায় চিন্তা ভাই,
ম্যায়ের পূজা চলে এল
জামা কাপড় নাই।
কার্তিক অগ্রহায়ণ হেমন্তকাল
ভাবনা কিছু নাই,
মাঠ ভরতি সোনার ফসল
ঘরেতে ঢোকাই।
পৌষ, মাঘ শীতকাল
শাক সবজি ভরা,
রোদে বসে দিন কাটে
নাই কোন তাড়া ॥

অবহেলা

সাথী ঘোষ
(প্রথম বর্ষ)

কী খুঁজছিস? .....আমাকে
আমাকে খুঁজে লাভ নেই
আমি তো হারিয়ে গেছি অনেক আগেই
তোর অবহেলার ভিড়ে,
তুইতো বুঝলিনা।
আমার এই অবুঝ ভালোবাসাকে
তাইতে সরে গেলাম তোর থেকে
অনেক দূরে.....।
জানিস জীবনে সবচেয়ে বড় শাস্তি হচ্ছে
নির্দোষ হয়েও দোষের অপবাদ পাওয়া
আর কোন রকম অন্যায় না করেও
কারো চোখে সন্দেহের পাত্র
হয়ে থাকা।
মনে হয় কষ্ট গুলো যদি কাগজ হতো
তাহলে আগুন দিয়ে সব কষ্ট পুড়িয়ে
দিতাম
ভেঙ্গে গেল মন। মুছে গেল আশা
সবচেয়ে বসে আছি
ইতি
তোর অবহেলার ভালোবাসা

বন্ধুত্ব

শতাব্দী ব্যানার্জী
(প্রথম বর্ষ)

ফুলের ভিতর মধু থাকে
নদীতে থাকে ঢেউ,
তোমার আমার বন্ধুত্ব
ভাঙবে না যে কেউ
আকাশের বুকে চাঁদ থাকে
চাঁদের বুকে আলো
তোমার আমার সম্পর্ক
থাকে যেন খুব ভালো।
দিন যদি চলে যায়
দিগন্তের শেষে,
রাত যদি চলে যায়
তারাদের দেশে,
ফুল যদি ঝরে যায়
দিনের শেষে
আমি থেকে যাব বন্ধু
তোমারই পাশে ॥

বন্ধু মানে

জয়ন্তী কর্মকার
(প্রথম বর্ষ)

বন্ধু মানে মেঘলা দিনে
রামধনু আঁকা।
বন্ধু মানে যার কাছেতে
একটু খানি থাকা।
বন্ধু মানে শরৎকালে
নদীর ধারে কাশ।
বন্ধু মানে বসন্তকালে
মলয় সু-বাতাস।
বন্ধু মানে নদীর পাড়ে
আছড়ে পড়া ঢেউ।
বন্ধু মানে দূরের হয়েও
কাছের ছিল কেউ।

চলে যাব - তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল,
এই বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি–
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।– **সুকান্ত ভট্টাচার্য্য**

বর্তমান ভারত

পায়েল মণ্ডল
(প্রথম বর্ষ)

এ কোন আজব দেশ
যেথায় দুর্নীতির নেই শেষ।
মোরা ভারতবাসী আছি বেশ
মোদের শরমের নেই লেশ।
সাংসদ করে মেয়ে পাচার
মানে না কোন দুরাচার।
যদি হয় কেউ সোচ্চার,
সে হয় ভারী নচ্ছার।
তবু নেই মোদের জুড়ি
পুরুষ পরেছে কাঁচের চুড়ি
নারী কল্যাণের নাম করে
ধর্ষণ হচ্ছে যে দিন দুপুরে,
আইনের ফাঁক ফোকরের জোরে
জনতা করছে পূজা করজোড়ে,
জনজাগরণ ভুলেছি মোরা
হচ্ছে মহান তাইতো ধ্বরা,
ভগ্নরূপে দাঁড়িয়ে আছে যারা
করছে চিন্তা নোটের তারা,
আলকা ঈদের হাত ধরে
অঙ্ক কষে খুব করে,
ছুটছে তারা খুব জোরে
আটকাবে ভাই কি করে ?

১৫ই আগষ্ট

লক্ষ্মী ঘোষ
(প্রথম বর্ষ)

আগষ্ট মানে স্বাধীন তুমি
এই পৃথিবীর বুকে,
তোমার জন্য আছে সবাই
আছে মহাসুখে
তোমার রক্ষায় ভগৎ ক্ষুদি
ফাঁসিতে দেয় প্রাণ
কবি গায়ক আমজনতা
গাইলো জয়গান
প্রতিবারে শুভক্ষণে
মাথা উঁচু হয়
তেরঙ্গা দর্প বলে
ভারত মায়ের জয়
১৫ই আগষ্ট পূণ্য দিন
এই কথাটি জানি
তুমি মোদের জগৎ মাতা
মায়ের মতো মানি
ইংরেজীদের কালো শাসন
করল সবাই দূর
ভারত জুড়ে উঠল বেজে
স্বাধীনতার স্বর।

দেশ ঢাকছে দূষণে

পূজা সিংহ
(দ্বিতীয় বর্ষ)

দূষণ ভীষণ দুশমন আজ
মানুষ ব্যাটারা কালিদাস
নিজের পৃথিবী ধ্বংসই কাজ
ডাকছে নিজের সর্বনাশ।
যানবাহন আর কলকারখানাতে
গ্রাম শহরের ঢাকছে মুখ–
নদী, সাগর, হ্রদ সবেতেই
দূষণাসুরের নরক-বুক।
দিল্লি থেকে কলকাতা
দূষণ ছড়ানো সব সীমা
এমনি চললে জীবন একদিন
নিশ্চিন্ত তাঁর নীরব থামা।
গাছ লাগাও পৃথিবী বাঁচাও
নির্মল কর পরিবেশ
বাঁচবে তবে পৃথিবী গ্রহ
নইলে দেখবে এর শেষ।

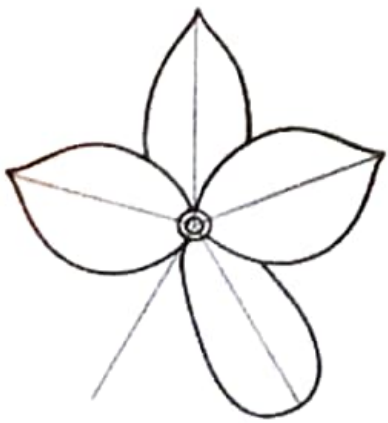

সন্ধান

সুশান্ত সিংহ
(শিক্ষাকর্মী)

কেন কোন অজানা মূল্যহীন যন্ত্রনার জন্য
বিকিয়ে দিতে চেয়ে ছিলে নিজেকে।
মায়ার বাঁধনে বাঁধা পড়ে
পারনি বুঝতে আপনার অন্তরের
উজ্জ্বল আদর্শে জ্বলে থাকা সেই অগ্নিশিখাকে
উল্টো পায়ে হাঁটতে হাঁটতে
পৌঁছে গেছ সমাজের হেরে যাওয়া মানুষের দলে
যেখানে মানুষ নিজেদের হারকে
দুর্ভাগ্য বলে মেনে নিয়েছে।
বুকের মধ্যে অনেক যন্ত্রনা নিয়ে
মেনে নিয়েছে বিধাতার সেই
নিষ্ঠুর সিদ্ধান্ত।
এমন সময় তুমি এলে
নিজের অন্তরের উজ্জ্বলতা দিয়ে
সব অন্ধকার মুছে ফেলতে।

মুহূর্তের মধ্যে অন্ধকারে জ্বলে উঠলো আগুন,
জেগে উঠল তাদের চেতনা,
মুক্তির উল্লাস, সন্ধানের তৃষ্ণা।
শুরু হল আনন্দরূপ অমৃতের সন্ধান,
যা চলতে রইল আমৃত্যু,
যতদিন না পর্যন্ত তা আনন্দরূপের সাথে
মিলিত হয়।

মরণ খেলা

শ্রুতিকণা নন্দী
(প্রথম বর্ষ)

পৃথিবীতে এই সব কি নতুন গেম এল
২০১৭ তে ব্লু হুয়িল্ , ২০১৮ তে মোমো।
মোমো হল খাবারের নাম, মোমো মরণ খেলা
এই সব খেলায় মেতেছে সব, ছোট বড়ো শিশুরা।
face book, youtube, whats appএর মাধ্যমে
গেম ছড়াচ্ছে বেশি।
সব থেকে বেশি হয় whats app নাকি।
এর মধ্যে অনেকেই হয় এই সব গেমের শিকার,
শিকারকে মেরে ফেলা এটাই গেমের কাজ।
নেটে, খবরে, পেপারে গেমের সতর্কবার্তা দিচ্ছে,

মা আসছে

শিউলী কুম্ভকার
(দ্বিতীয় বর্ষ)

বৃষ্টিভেজা শরৎ আকাশ
শিউলী ফুলের গন্ধ
মা আসছে আবার ঘরে
দরজা কেন বন্ধ ?
পূজা মানে মনের ভেতর
দারুন উথাল পাথাল,
পূজা মানেই মিষ্টি সাজে
স্নিগ্ধ শিশির সকাল।
কাশ ফুলের হাতটি ধরে।
ঢাকে পড়বে কাঠি,
গুনে দেখো পূজা আসতে
আর কটা দিন বাকি।

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির
জ্ঞান যেথা মুক্ত , যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গনতলে দিবস শর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খন্ড ক্ষুদ্র করি
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে
উচ্ছসিয়া ওঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়
যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি
বিচারের স্রোতপথ ফেলে নাই গ্রাসি
পৌরুষেরে করেনি শতধা, ...

-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নীতিমূলক গল্প

বিশ্বাসে বিষ ঢেলেছি

মহেশ্বর সিংহ
(প্রথম বর্ষ)

উত্তর সীমান্তের অজানা প্রদেশে রেশম ঝাঁপি নামে কোন এক অরণ্য ছিল। সেই অরণ্যটি ছিল সুবর্ণতীর- সৌখিন লতা পাতা ও পুরাতন বৃক্ষে সুসজ্জিত। সেই অরণ্যে বাস করতো তিনটি বৃদ্ধ সিংহ। সেই তিনটি সিংহের ভয়ে কোন বন্য শিকারি অরণ্যে ঢুকে অসহায় জন্তুদের নিধন করতে পারতো না। সকল জন্তুদের কাছে ঐ তিনটি সিংহ ছিল অভিভাবক সহ রাজা। বলা বাহুল্য ওই তিনটি সিংহ কোনো দিন রাজার দম্ভ, অহংকার পূর্ণ রাজাগীরি ফলায়নি। তাদের ছত্রছায়ায় অরণ্য ছিল সুখে সাচ্ছন্দে বিপদ মুক্ত। নির্ভয়ে অরণ্যের অন্য সব প্রাণীরা বিচরণ করতে পারতো। সিংহ তিনটি সর্বদা অরণ্যের ছোট বড় প্রাণীদের বিপদে পাশে থাকত। বেশ সুখে ছিল তাদের বন জীবন।

একদা সেই বৃদ্ধ তিনটি সিংহ সান্ধ্য ভ্রমণে বের হলে, তাদের দেখা হয় অপর অরণ্য থেকে বিতাড়িত অসহায় আরেকটি বৃদ্ধ সিংহের সঙ্গে। সেই সিংহটি ছিল গৃহ ত্যাগী, দুর্বল। যথাযথ খাদ্য না পেয়ে শরীর হয়ে গিয়ে ছিল জীর্ণ। তাকে দেখে অপর তিনটি সিংহের মায়া হল। তার সাথে বন্ধুত্ব হল। তারপর তার মুখ থেকে পুর্বের সব কথা শোনার পর তাকে তাদের দলে সামিল করে রেশম ঝাঁপির অরণ্যে নিয়ে গেল। এই ভাবেই কেটে যায় কিছু সময়, কিছু কাল, কিছু দিন......।

কিছু দিন যাওয়ার পর সেই বৃদ্ধ অসহায় সিংহের আসল রূপ দেখা দিল। সে মোটেও ভালো ছিল না। সে ছিল খুবই স্বার্থপর, সে যে অরণ্যেই যেত, সেই অরণ্যের প্রত্যেক জন্তুদের এক এক করে শেষ করে দিত। এই কথা ঘুনাক্ষরেও জানতো না বৃদ্ধ সিংহ তিনটি। বৃদ্ধ সিংহ তিনটি নবাগত সিংহের সাথে অরণ্যে সকল জন্তুদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে ছিল, এটাই ছিল তাদের মস্ত বড় ভুল। এর পর ওই নবাগত সিংহটি অন্য সিংহ তিনটির বিশ্বাসে বিষ ঢেলে অরণ্যের সমস্ত প্রাণীদের তাদের বিরুদ্ধে বিষিয়ে দিল, বোকা জন্তুরা সিংহের কৌশলে পা দিয়ে তারা নিজেরাই নিজেদের বিপদ ডেকে আনলো।

ভেতরের চক্রান্তের খবর সেই দয়ালু তিনটি সিংহ বুঝতে পারলো না। তবে তাদের মধ্যে একটি সিংহ ছিল দুই সিংহের থেকে একটু চালাক। সেই প্রথম দিন থেকেই নবাগত সিংহের আচরণে তার চাল-চলনে যথেষ্ট আপত্তিকর মনভাব দেখায়। চালাক সিংহটি অপর দুই সিংহকে বলে–বন্ধু আমাদের প্রিয় সেবক শিয়াল আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। অরণ্যের সকল প্রাণীরা আজ আমাদেরকে ধিৎকার জানাচ্ছে। ওর দলে গিয়ে সামিল হয়েছে। এই কথা শুনে অপর দুই সিংহ খুবই ভাবনার মধ্যে পড়ে নবাগত সিংহের প্ররোচনায় সেই অরণ্যের নেকড়া এবং শিয়ালরা সেই তিন সিংহের মুখের উপর স্পষ্ঠ জানিয়ে দেয়–এই বার থেকে এই অরণ্যের ভালো মন্দ সব তারাই সামাল দেবে। তাঁদের তিন জনকে কোন প্রয়োজন নেই। সেই তিন জনের মধ্যে এক সিংহ বলল– অতি উত্তম প্রস্তাব। কয়েক দিন ধরে এটা আমাদের মনেও এসেছে। আমাদের এই বার বিদায় নেবার পালা। আজ থেকে এই রেশম ঝাঁপির অরণ্যের সমস্ত দায়িত্ব তোমাদের হাতে প্রদান করলাম। এই

বলে তিনটি সিংহ প্রস্থান করলো।

এই সুযোগের অপেক্ষাই করছিল সেই নবাগত বৃদ্ধ সিংহটি। তাঁদের অনুপস্থিতিতে একের পর এক তৃণভোজী প্রাণীদের খাদ্য বানালো। ভয়ঙ্কররূপ ধরে একের পর এক সব প্রাণীদের শেষ করে দিতে থাকলো। নেকড়ে ও শিয়ালদের বিশ্বাসে বিষ ঢেলে তাঁদের বাচ্চাদের মেরে ফেললো। তাঁদের উপর চললো অত্যাচার। এই আচরণ দেখে নেকড়ে ও শিয়ালেরা কপাল চাপড়াতে থাকে এবং মনে মনে ভাবতে থাকে কি দোষ করলো তারা তাদের রক্ষাকর্তাদের তাড়িয়ে। বিচ্ছিন্নতার সুযোগ নিল বন্য শিকারিরা, তারা বনের মধ্যে ঢুকে নেকড়ে, হরিণ প্রভৃতি জন্তুদের হত্যা করলো। ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হল রেশম ঝাঁপি অরণ্যে। নেকড়ে বললো এই ভাবে চলতে পারেনা। এই ভাবে চললে একদিন আমাদের মরতে হবে। শিয়াল বলল সব হয়েছে ওই বিশ্বাসঘাতক বৃদ্ধ সিংহের জন্য। তাকে চরম শিক্ষা দিতে হবে। তারা বুদ্ধি করে একদিন সিংহটিকে একটি কুয়োর ধারে নিয়ে এসে শিকার আছে বলে কুয়োতে ঝাঁপ দেওয়া করালো এবং এই ভাবে বৃদ্ধ সিংহটির মৃত্যু ঘটল। তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য সেই তিন বৃদ্ধ সিংহকে খোঁজে বার করে পুনরায় অরণ্যে ফিরিয়ে আনে এবং বলে তোমরাই এই অরণ্যের রক্ষক। শিয়াল বলে প্রভু আমাদের ভুল হয়ে গেছে আমাদের ক্ষমা করে দিন। সিংহ তিনটি বুঝতে পেরেছে বলে পুনরায় অরণ্যের দায়িত্ব গ্রহণ করে। আবার সুখে স্বাচ্ছন্দে ভরে উঠে রেশম ঝাঁপি অরণ্য।

নীতি ঃ বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে যে তার অপব্যবহার করে তাকে অবিশ্বাসের বিষে মরতে হয়॥

আর্তনাদ

দোলন ব্যানার্জী

(প্রথম বর্ষ)

জীবন মানে কি শুধু বেঁচে থাকা–
পেটভরে খাওয়া। মোবাইলে নাচা।
শ্লীলতাহানির দিনরাত্রি থেকে
মস্তানি আর রকবাজি। কলুষিত জীবনকে
শুষে নিচ্ছে মারণ নেশা
ঘুষের তলে মুছে যায় আদর্শঘন সব পেশা।
বিষে ছেয়েছে জল-স্থল-আকাশ।
সর্বনাশ-
জীবনের সর্বত্র ও সর্বস্ব।
নিঃস্ব –
প্রাণে মৃত্যু চুপি চুপি কথা কয়।

❐ কবিতা

আদর্শ মানুষ

মৌসুমী সূত্রধর
(প্রথম বর্ষ)

ছোট্ট শিশু জন্ম নিল
ধরনীর বুকে আলো করে
তাকে নিয়ে স্বপ্ন আছে
এই বিশ্ব মায়ের মনে।
আসতে আসতে বাড়ছে সে
শিখেছে কত কিছু
অন্ধকারে পথে যেন
দেখাবে নতুন কিছু
মানুষ হবে সে
বড়ো হবে সে
ভালোবাসবে সকলকে
শিখিয়েছে মাদার টেরেজা
এই বিশ্বের মানুষকে
না হতে চায় মাস্টার সে
না হতে চায় ডাক্তার
সে হতে চায় সত্যিকারের মানুষ
আনতে চাই নতুন সূর্যের
সকাল।

আর্তনাদ

মৌমিতা প্রতিহার
(তৃতীয় সেমেষ্টার)

মহামানবেরা এসেছে যুগে যুগে–ক্রমে তারা ইতিহাস
সেদিনও ছিল দলদাস
আর শয়তান–
তবু দূত ছিল তাঁর। মানবরূপে আসতেন ভগবান।
আজও পৃথিবীর বুকে মাৎস্যন্যায়–
এক অদৃশ্য সিঁড়ি বেয়ে দুনিয়ায়
মাত্র পঞ্চান্ন জন ধনীর সম্পদ বাকি পৃথিবীর সমান
জমিন আসমান
ব্যবধান।
এত মারনাস্ত্র দুনিয়া শেষ করা যাবে বার দশেক।
তবু কবিদল লেখেন একের পর এক
"যুদ্ধ নয় শান্তি চাই" ।
মহাপুরুষেরা ঠাণ্ডা ঘরে আরামে
নাকি শরশয্যার যন্ত্রণার বিশ্রামে–
সাধারণ মানুষও খাবারে মেশায় বিষ।
বিষ হাওয়ায় দশদিশ
সকলেই শয়তান। অথবা না পেলে আঙুর টক্
এ মেরু থেকে শেষ শীত মেরু তক
শুধুই হলাহল–নীল কণ্ঠউধাও।
হে ঈশ্বর এ জগৎকে বাঁচাও–
"তোমার আসন শূন্য আজি ....."

ভগবান তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বারে বারে
দয়াহীন সংসারে
তারা বলে গেল ক্ষমা করো সবে, বলে গেল ভালবাসো
অন্তর হতে বিদ্বেষ বিষ নাশো....-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এসো শশাঙ্ক

পায়েল ঘোষ
(দ্বিতীয় বর্ষ)

প্রাচীন বঙ্গের বক্ষে নৃপতিহীন-কীর্তিহীন ইতিহাসে
হে শশাঙ্ক-একমাত্র বিজয়ী আপনার যশে।
'উত্তরপথ- নাথ' হর্ষবর্ধনের বিজয়রথ-পতাকা
থামাইলে। গৌড়ের নিশান গরিমায় হইল আঁকা
বীরহীন মলিন বাংলার বুকে।
চৈনিক সেই বৌদ্ধ ভিক্ষু হিউয়েন সাঙ যার নাম-
কলঙ্কিত করিল তব কীর্তি, করিল অসম্মান-
বাণভট্ট তাহারো অধিক-রাজা হর্ষের চাটুকার
করিয়াছে নিন্দা ঘৃণা বিকৃতির একাকার।
সত্য ইতিহাস হয় নাই লেখা, লেখে নাই বাঙালি-
শুধু ভিগ্রির জন্য গবেষণা-ফাঁকিবাজি সকলই।
এসো শশাঙ্ক বীর আজিকার বাঙালির জীবনে-
জীবন সুবর্ণমণ্ডিত হোক-শয়নে স্বপনে।

ভ্রমণ পিপাসু

মৌমিতা মাজী
(প্রথম বর্ষ)

বাঙালীর দীপুদা-দীঘা পুরী দার্জিলিং পাহাড়-
এর বাইরে আগ্রা দিল্লি নৈনিতাল আর-
রাজস্থানে মরুভূমি চিতোরগড়ের রাণা প্রতাপ,
আবুর ভীষণ শীত জয়সালমীরে বালির ভীষণ তাত।
কেরালা সে ঈশ্বরের দেশ-কোভালাম সৈকত
আলাপ্পির ব্যাক ওয়াটার-মুন্নারের শৈত্য-পথ।
কন্যাকুমারীর বিবেকানন্দ রক তিন সাগর একাকার
পম্বন সেতু রামেশ্বর কত কিছু না দেখবার।
মীনাক্ষী মন্দির মাদুরাইয়ে, তিরুপতি কাছাকাছি
নীলগিরির রাণী উটি-কোন্নুর শীতের মাখামাখি
অজন্তা-ইলোরা আর গোয়ার বেলাভূমি
গির-সোমনাথ কচ্ছে গুজরাতের পুণ্যগামী।
এত কিছু দেখিয়াও মনের কোণটুকু ভরে নাই
ভূস্বর্গ কাশ্মীরে বারংবার যেতে চাই-
মাতা বৈষ্ণবদেবীরে বারবার প্রণমিয়া
ভ্রমণপিপাসুর জীবন উঠিবে ভরিয়া।

'ন্যাক'-এ আমরা

ভবানী শঙ্কর নায়ক
(হিসাব রক্ষক)

গোটা বিষয়ের মূলত পঠনপাঠন-প্রশাসন-পরিকাঠামোর সার্বিক পর্যালোচনা
বিরাট সাফল্য সারা দেশের ক্ষেত্রেই নজির সৃষ্টিতে, আছে বৈকি উন্মাদনা
'ন্দর বাহার-পারিপার্শ্ব সব থেকেই পেয়েছি আন্তরিক শুভ-কামনা।

প্রত্যন্ত কলেজ তাই বিস্তর সীমাদ্ধতা
সাধারণ পরিকাঠামো করতেও অহেতুক জটিলতা,
দক্ষ নেতৃত্ব নিরন্তর বাড়িয়েছে গুণগত উৎকর্ষতা।

মহানুভবতা দূর করেছে আর সব প্রতিকূলতা
হাতে হাতে গড়া মানব-শৃঙ্খলে দলগত দায়বদ্ধতা।
বি-প্লাস গ্রেড কম কিছু না, পুরো ভারতেই অনন্য
দ্যাখাদেখি অন্যরা ছুটোছুটি করছে ভাল কিছু হওয়ার জন্য।
লক্ষ্য মোদের পরবর্তিতে (২০২২) শুধুই A++
য়টুট থাকবে ১০০-য় ১০০ পেতে হরেক কিসিম প্রয়াস।

প্রতিবেদন

হায়রে সোস্যাল মিডিয়া

সুরেশ্বর রায়
(প্রথম বর্ষ)

বর্তমান যুবসমাজের কাছে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের মত সোশ্যাল মিডিয়া হল জীবনধারণের অন্যতম প্রয়োজনীয়তা। ফেসবুক, টুইটার, ইনস্টাগ্রাম, ইউটিউব, টিকটিক, হোয়াট্‌অ্যাপ (যদিও হোয়াটস্‌অ্যাপ পুরোপুরি ভাবে সোস্যাল মিডিয়া নয়) হয়ে উঠেছে জীবনের অঙ্গ। যে সংবাদের মাধ্যম একে অপরের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনের জন্য তৈরী হয়ে ছিল তা এখন মানুষে মানুষে তৈরী করছে গভীর দূরত্ব। মানুষ ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে পরিবার পরিজন ও বন্ধুবান্ধবদের থেকে। সম্পর্কের মূল্য সমাজের প্রতিপত্তি নির্ভর করছে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার ও ফলোয়ারের সংখ্যার উপর। এই সোস্যাল মিডিয়ায় ভুল তথ্য দিয়ে জাতীয়তাবাদের নামে ধর্মের নামে মানুষে মানুষে তৈরী করছে জাতিগত, ধর্মগত, ভাষাগত বিভেদ যা দেশ ও সমাজের ঐক্যের পথে অন্তরায়, আজ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রতিবাদ রাস্তা থেকে উঠে গিয়ে কাগুজে বাঘের মতো স্থান নিয়েছে সোস্যাল মিডিয়ার ওয়ালে যা স্বার্থসিদ্ধির পথ হয়ে দাঁড়িয়েছে কিছু সমাজবিরোধী নেতাদের। এই সোস্যাল মিডিয়ায় দীর্ঘক্ষণ নিমগ্ন থাকার ফলে যুবসমাজ তাদের শারীরিক ক্ষতির সাথে সাথে হারিয়ে ফেলছে সৃজনশীলতা, মৌলিক চিন্তাভাবনা, সহনশীল মনোভাব যা তাদের ভবিষ্যতের সাথে সাথে সমাজ তথা দেশের ভবিষ্যতকে অন্ধকারের মুখে ঠেলে দিচ্ছে।

ফেক নিউজ ঃ

সাম্প্রতিক কালে আমাদের একটি অন্যতম চিন্তার বিষয় ফেক নিউজ। ফেক নিউজ সম্পর্কে কিছু বলার আগে আমাদের জানতে হবে ফেক নিউজ কী ? ফেক নিউজ হল কোনো ব্যক্তি, সম্প্রদায়, গোষ্ঠী, রাজনৈতিক দল, সংস্থা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে বা সোস্যাল মিডিয়ায় কোনো মিথ্যা বা অর্ধসত্য খবরকে সাজিয়ে গুছিয়ে জনমাসনে ছড়িয়ে দেওয়ার ঘটনাকে বলে ফেকনিউজ। যেমন কিছুদিন আগে ঘটে যাওয়া নোট বন্দি (Demonetization) এর সময় একটি জাতীয় সংবাদ মাধ্যমে প্রসারিত হয় যে নূতন ২০০০টাকার নোটে GPS মাইক্রোচিপ লাগানো আছে। এখানেই গল্প শেষ নয় বিভিন্ন সমাজ মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া গোরুর পেট থেকে মানুষের বাচ্চা বেরোনো, কোনো ব্যক্তির ফটো দিয়ে তাকে ছেলেধরা বলা, কোনো নির্দিষ্ট জাতির লোক

মন্দির বা মসজিদে ভাঙচুর করেছে, গণেশে দুধ খাচ্ছে, ইসলামিক পতাকাকে পাকিস্থানিক পতাকা বলা, কুকুর হত্যার কারণে কেরালায় বন্যা হচ্ছে, গোরুর মূত্রে সোনা আছে, ভ্যালেনটাইনস দিবসের দিন ভগৎ সিং এর ফাঁসি, ভারতীয় সেনার শহীদ হওয়া ছবি, ভারতের জাতীয় সংগীতকে পৃথিবীর বেস্ট জাতীয় সংগীত হিসেবে ঘোষণা করেছে UNESCO-আরও অনেক কিছু। বলতে গেলে যা সোশ্যাল মিডিয়ায় হোয়াটস্অ্যাপে ভাইরাল হওয়া বেশিরভাগ জিনিস।

এবার প্রশ্ন হল এই ফেক নিউজ তৈরী করে কারা ও কেন ? এর উত্তর- কোনো গোষ্ঠী বা কোনো রাজনৈতিক দল বা কোনো ব্যক্তি তাদের নিজস্ব স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে ফেক নিউজ তৈরী করে। ঠিক যেমন মহাভারতে পাণ্ডবরা গুরু দ্রোণাচার্যকে হত্যার জন্য খবর ছড়িয়ে দেয় " অশ্বত্থামা হত ইতি....." । পরবর্তীকালে মুসোলিনী হিটলাররা এরকম মিথ্যা বা অর্ধসত্য খবর প্রচার করত। বর্তমানে ২০১৬-র আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় ফেক নিউজের ঘটনা বিরাটভাবে আমাদের সামনে আসে। বর্তমানে আমাদের দেশে ফেক নিউজের বাড়বাড়ন্ত অত্যন্ত বেশি এমনকি আমাদের দেশের একটি জাতীয়রাজনৈতিক দলের সভাপতি এক জনসভায় ফেক নিউজ ছড়ানোর জন্য তার দলের কর্মীসমর্থকদের উৎসাহ দিয়েছিলেন।

এবার আসি ফেক নিউজ আমাদের কি ক্ষতি করে ও এর থেকে বাঁচার উপায়। যে কোনো মিথ্যাই সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর। ফেক নিউজ যেহেতু মিথ্যা ও অর্ধসত্য তাই ইহা সমাজকে বিরাটভাবে ক্ষতি করে। ফেক নিউজ আমাদের মধ্যে তৈরী করে হিংসা, অসহিষ্ণুতা, ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার, ধর্মগত, বর্ণগত, জাতিগত, ভাষাগত বিদ্বেষ। আমাদের স্বাভাবিক চিন্তা করার ক্ষমতাকে কেড়ে নেয়। আর গণতন্ত্রে, নাগরিক চিন্তাশীল না হলে গণতন্ত্র স্বৈরতন্ত্রে পর্যবসিত হয়। ফেক নিউজ মানুষের মনে দাঙ্গার বীজ বপন করছে। ছেলেধরা ভেবে কাউকে গণপিটুনি এখন আকছার ব্যাপার– এসবই ফেক নিউজের কুফল।

এখন আমাদের কাছে প্রশ্ন হল আমরা কীভাবে ফেক নিউজ চিহ্নিত করতে পারব এবং এর থেকে সাবধান হতে পারব। বর্তমান টেকনোলজির যুগ এমন একটা পর্যায়ে পৌছেছে যে এইসব ফেক নিউজকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা খুবই কঠিন, কিন্তু অসম্ভব নয়। আমাদের সর্বদা সজাগ থাকতে হবে। কোন খবর আমাদের কাছে এলে গুগুল-এ সার্চ করে নিতে হবে। কোনো ফ্যাক্ট এলে ইন্টারনেটে আমাদের ফ্যাক্টটি সঠিক কি না তা চেক করে নিতে হবে। যখন কোনো ব্যক্তির অধিক মহিমা বর্ণনা করা হচ্ছে এবং তার বিরোধী ব্যক্তিকে ছোটো করা হচ্ছে তখন বুঝে নিতে হবে যে খবরটি ফেক হতে পারে। কোনো খবরকেই চোখ বুজে বিশ্বাস করে নেওয়া চলবে না।

পরিশেষে আবার বলব ফেক নিউজ থেকে আমাদের সর্বদা সজাগ থাকতে

হবে। যতই কোনো রাজনৈতিক নীতিতে বিশ্বাসী হই না কেন আমাদের কোন খবর জানতে হলে পুরোপুরি ভাবে জানতে হবে এবং তা সব দিক থেকে বিচার করতে হবে তবেই আমরা একজন সুনাগরিক হতে পারব আর তা না হলে 'ভক্ত' হয়েই থেকে যাব।

তুমি রবে নীরবে ...

'স্পাইডারম্যান' 'হাল্ক' এর নাম শোনেননি এমন ব্যক্তি পৃথিবীতে খুব কমই আছে। স্পাইডারম্যন এর তথা মারভেল কমিকসের স্রষ্টা স্ট্যানলি গত ১২ই নভেম্বর ২০১৮ আমাদের ছেড়ে চিরশান্তির ধামে যাত্রা করেছেন।

স্ট্যানলি মার্টিন লিবার ওরফে স্ট্যান লি ২৮শে ডিসেম্বর ১৯২২ খ্রীঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে জন্মগ্রহণ করে ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন অসাধারণ কমিকস লেখক। তিনি সৃষ্টি করেছিলেন স্পাইডারম্যান, হাল্ক, ডঃ স্ট্রেঞ্জ, ফ্যান্টাস্টিক ফোর, ডেয়ার ডেভিল, ব্ল্যাক প্যান্থার, এক্স ম্যান। এবং তাঁর ভাই ল্যারি লিবারের সাথে যৌথভাবে অ্যান্টম্যান, আয়রণম্যান এবং থর চরিত্রগুলি। যা বিশ্বের সমস্ত পাঠককুলের কাছে খুবই জনপ্রিয়। তিনি প্রকাশক ছিলেন বিখ্যাত মারভেল কমিকসের। তাঁর সাহিত্যকর্মের জন্য তিনি সারাজীবনে খ্যাতি, অর্থলাভ করেন ও ভূষিত হন অনেক পুরস্কার ও সম্মাননায় যার মধ্যে ন্যাশনাল মেডেল অফ্ আর্টস অন্যতম।

তিনি গত ১২ই নভেম্বর ২০১৮ তে ৯৫ বছর বয়সে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলস শহরে চিরনিদ্রায় নির্দ্রিত হন।

❐ প্রতিবেদন

প্রতিবাদের নামে নোংরামি

সুমন সিংহ
(তৃতীয় বর্ষ)

আজকের স্থিতিশীল অবস্থার জন্য অনেকে প্রতিবাদিগণদের দোষারোপ করছে। বলাবাহুল্য স্বাধীন দেশের পরাধীন ভালবাসা অত্যধিক লক্ষ্যনীয়। প্রতিবাদ করলে উসকানি মূলক মন্তব্য করে প্রতিবাদের নামে ব্যাভিচার দৃষ্টি আকর্ষনীয়। কিছু দিন আগে ঘটে যাওয়া দমদম মেট্রো স্টেশনের ঘটনা যেন পৃথিবীর এক বিরল জঘন্যতম ঘটনা। মাতব্বরদের বিরল মন্তব্য শুনলে যেন মনে হয় অসভ্যতা যেন ওই সিনিয়ার প্রতিবাদকরা করেছে। বিচার বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে পাবলিক প্লেসে জড়িয়ে ধরা কোনো অপরাধ নয়, কিন্তু সম্মানের পতনকে দৃঢ়তা কে ডেকে এনে বয়স্ক ব্যক্তিদের হেয় করা এবং লাঞ্ছনা করে নিজস্বতাকে খুন করা। আমাদের দেশের নীতি এখনো অ্যাডাপ্ট হয় নি যে বিদেশী আদব কায়দায় অভ্যস্ত। নিজেদের রুচিবোধকে সমৃদ্ধ করে স্থান, কাল অনুযায়ী কাজ করা। যুগল প্রেমিক প্রেমিকারা প্রতিবাদের নামে যে অসভ্যতা সোস্যালমিডিয়া দ্বারা বহির প্রকাশ করছে তা খুবই নিন্দনীয়। যদি জড়িয়ে ধরার প্রতিবাদ জড়িয়ে ধরে হয় তাহলে কি তাহলে কি ধর্ষনের প্রতিবাদ ধর্ষণ দিয়ে হবে,একি তার পূর্বভাস জানিয়ে দিচ্ছে স্মার্ট সমাজ। এই প্রতিবাদের ধরন পরবর্তী যুব সমাজকে ঘৃণ্যতার পথ দেখিয়ে দিচ্ছে। বক্তব্যে প্রতিবাদ করতে বারন করছি না। আমরা প্রতিবাদ করবো তবে প্রতিবাদের ধরন হবে সম্পূর্ণ আলাদা, ঠোঁটে ঠোঁট রেখে কিংবা জড়িয়ে ধরে প্রতিবাদ নয়। প্রতিবাদ হবে মানুষের বিবেককে জাগিয়ে তোলার মতো। আজকের দিনে প্রতিবাদ হয়ে দাঁড়িয়েছে একটা নোংরামি।

গল্প

প্রকৃত বিচার

লক্ষ্মীকান্ত সিংহ
(অস্থায়ী শিক্ষাকর্মী)

কমলবাবুকে আমি বহুদিন থেকে দেখছি, দেখছি এই কারণে তিনি আমার বিশেষ আত্মীয়। স্ত্রী জয়া এবং তিন ছেলে দুই মেয়ে নিয়ে কমলবাবুর সংসার। সরকারী চাকুরে কমলাকান্ত সিংহ বিশেষ একটি রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব দিলেও রাজনৈতিক দলকে শ্রদ্ধা করেন, ভালোবাসেন। সরকারী চাকরির ক্ষেত্রে কর্তব্যের অবহেলা করেন না। বেশ কয়েক বছর হল বড় ছেলের বিয়ে দিয়েছেন। ভগবানের আশীর্বাদের বড় ছেলের দু ছেলে হওয়ার সুবাদে কমলবাবু এখন দাদু। বড় মেয়ে রমার বিয়ে দেবার জন্য উঠেপড়ে লেগেছেন। মেয়ে বড় হলে সব বাপ মায়েরই বিশেষ একটা চিন্তা থাকে– কিভাবে বিয়ে দেবেন, কেমন ঘরে, কেমন ছেলের সঙ্গে দেবেন। ভালো বর সব মেয়েই চায়, সব বাপ মায়েই চায়। আজ থেকে চার পাঁচ বছর আগে মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন-বড় ঘরে ধুমধামের সঙ্গেই । সকলের মনেই আনন্দ। সাধের জামাই বরুণের শ্বশুর ঘরে কতই আদর। তখন কি জানত কমলবাবু ওই বছরের ঐ দিন কমলবাবুর সুন্দর সাজানো সংসার ভেঙ্গে তছনছ হয়ে যাবে । রমার জীবনে এল ঘোর দুঃসময়ের কালো মেঘ। রমার আকস্মিক মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে রমার বাবা, মা ভাই বোন আত্মীয় সকলের মনেই শোকের ছায়া। ঘটনার আগের দিনেও রমার বাবা রমাকে ভালো দেখেছিল, রমার মুখে হাসি দেখেছেন। রমার ছেলে হবে মাস দুই পর এতো খুশীরই খবর । সেইদিন রমা কি জানত, তাকে বিদায় নিতে হবে ঐ রাতেই, রমার বাবা মা কি জানত যে তার মেয়েকে আর তারা দেখতে পাবে না, ভগবানের এমনই লীলা যে তার পরের দিনেই মেয়ের বীভৎস মৃত্যুর চেহারা কমলবাবু দেখে এসেছেন। আলুথালু চুল, জীব মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছে, মুখ দিয়ে রক্ত ও লালা ঝরছে, হাত পা নিথর। চিরতরে লুটিয়ে পড়েছে তার মেয়ে। ডাকলেও বাবা সাড়া পায় না। পুলিশে খবর দেওয়ার পর পুলিশ জামাই, শ্বশুর-শাশুড়িকে এ্যারেস্ট করে নিয়ে যায়। বিচার চলে প্রায় এক বছর। যারা মেয়ে পক্ষের হয়ে সাক্ষীর কথা বলেছিল তার যে কোন কারণেই হোক সঠিক বিবৃতি দেয় না। সঠিক প্রমাণের অভাবে সকলে মুক্তি পায়। মুক্তির আনন্দে আসামিপক্ষ আনন্দে আত্মহারা। কিন্তু ভগবানের এমনই লীলা তার পরের দিনই শাশুড়ির মৃত্যুর খবরে মেয়ে পক্ষ আনন্দিত হয়। অপরাধ করেও বিচারে ছাড় পাওয়ায় অতিরিক্ত আনন্দ দুঃখ যাই হোক না কেন স্ট্রোকে মারা যায় শাশুড়ি, দিগভ্রান্ত হয়ে শ্বশুর ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। মাতাল জামাই অতিরিক্ত মদের জন্য শরীর হয় ক্ষীণ। মাস তিনেক পরে খবর পাওয়া যায় সেও রোগ শয্যায় হসপিটালে ভর্তি। ভগবানের বিচার তারা শাস্তি ঠিকই পেয়েছে।

❒ **Travel**

A Gateway to Winter Wonderland - **London** Sojourn

(17th-19th Nov, 2017)

Chayanika Roy
Assistant Professor (English)

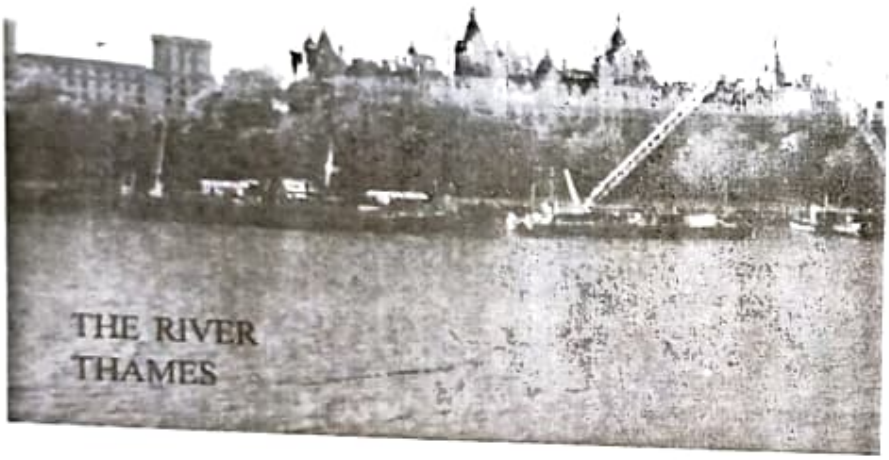
THE RIVER THAMES

The word 'London' reminds me of the young maiden who desired to traverse along the river Thames, perceive the grandeur of the Buckingham Palace and hum the childhood nursery rhymes "London Bridge is falling down....."As an English Hons student the girl in me concocted a vivid image of this wonderful place in her inner eye and visualized them in the golden leaves of the classics. In 2010 when I first visited London my daughter was only one year old so she pestered for a second trip as she could not capture be-

PICCADILLY CIRCUS

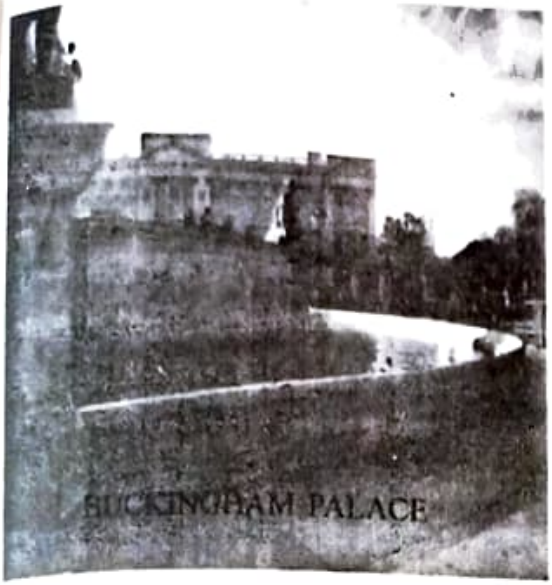

fore her tiny eyes the marvels of the magical land. We chalked out a weekend trip to London on our way to Portugal as our flight was from Luton airport, London. When we reached the Thames link metro station and marched towards the Tower Bridge we experienced a sudden downpour and the transparent sheets of rain on the vast waterway enhanced its beauty and magnanimity. A young woman was playing a melancholic note in her violin and the music overflowed the rill filling up the void created by the current of the river. After having a light lunch in the pre-booked hotel we headed towards the British Museum. The grand statues of mythology and other artifacts of yore beckon the visitors and take them some centuries back. There are more than 7 million objects that paint an interconnected picture of world's cultures and traditions. The gigantic and miniscule works of art are really captivating and one seems to get lost in the labyrinth of relics. After the grand tour of the treasure house of knowledge we moved towards Piccadilly Circus and Trafalgar Square. The whole walkway seemed to be a cascade of light and sound; the Pre-Christian season enhancing its glitz and glamour. Next day we planned to visit Madame Tussauds, a wax museum in London founded by wax sculptor Marie Tussaud. It is a major tourist attraction where people flock together to visualize the exquisite beauty of wax statues of popular personalities. Tussaud started her career by making death masks of the victims of French Revolution and in 1802 brought her show of 30 models in

HYDE PARK

London and gained popularity. After taking quick snaps with favourite life size statues we made our way to the nearest underground station to Hyde Park. The park is a walkway through verdant and emerald surroundings reaching straight to the Queen's Palace- the Buckingham Palace, the official residence of British Royal family. Apart from the grand structure, embellished gate, fountain, splendid statues one should also experience the Changing the Guard Ceremony to visualize the British pomp and pageantry. A fantastic display from the crimson clad furry headed guardsmen is really iconic. After seeing the regal resplendent residence we headed towards the gigantic wheel which encapsulates London city as a whole. London Eye is the tallest Ferris wheel in Europe with a total height of 135 metres. The wheel has 32 ovoid passenger capsules and each capsule capacitates almost 25 passengers. One can take a wholesome picture of the city and the views from the capsule are spectacular and brilliant. After the fantastic ride we had a sumptuous meal in an Indian restaurant which comprised of lip- smacking biriyani. Eating biriyani in an Indian restaurant in London is quite enthralling, the flavor being exotic but essence truly Indian. If you are a globe trotter you will definitely find out Indians engaged as restaurateurs in foreign lands. This is because the West is fascinated with Indian spices and curry. Another think which is noteworthy is one should take long steps to explore the whole city, from leisurely stroll along Thames to Big Ben, Westminster Abbey, Tower Bridge, Borough Market, one should only stretch one's legs. Remarkable slices of history at every turn and the extravaganza of architectural modernism will never let you visually exhausted when wandering through different places. Next day we had an early flight to Portugal and I almost spent a sleepless night as flavors and fervor of the city kept fluttering in my mind.

Essay

Digital Rights of Children and Adolescents

Dr. Sathi Mukherjee
Assistant Professor in Mathematics, Department of Mathematics.

Abstract

In the present scenario, increasing number of children throughout the world are relying on digital platforms, tools and services to learn, connect, participate, play, innovate, work or socialize. At the same time, the digital divide increase inequalities in access to information and knowledge, making it more difficult to socialize with peers and limiting awareness of and the ability to use basic tools for life in every strata of the society. Plummeting this gap sets in motion worthy synergies of social and cultural inclusion for children and adolescents, facilitating skills development and generating lifelong opportunities. Although the younger generations are linked digital community, inequalities persevere among socioeconomic groups, though these have been tempered by connectivity programmes in public schools. The current information may be used to inspect the progress made and the gaps that remain in this area. The first step is to provide children and adolescents with access to internet. They then need to be protected from the adverse effects associated with information and communications technologies (ICTs), which must be utilized for purposes of meaningful learning, promoting uses related to the educational curriculum. Finally, it is emphasized that connectivity policies must be linked to the implementation of children's rights in the framework of the Convention on the Rights of the Child.

1. Introduction

The advent of science and technology and its increasing development has given rise to modifications in every aspect of our life. In this perspective, digital devices have become an essential part of human life, and sectors such as:- education, economy, communication and so on, are now heavily dependent on technology (Vandewater & Lee, 2009). Children of our societies are steadily obtaining digital knowledge even before school age, which is increasingly attracting debates on how they should be enriched with knowledge for the

modern world we live in.

Computers, smart phones, social networks and Internet are now indispensable aspects of children's everyday lives (Shifflet-Chila, et. al., 2016). It was found that in the United States, more than 90 percent of parents agreed that access to computers at home will have a affirmative influence on their children's triumph in life (Jackson et al., 2008), which make the parents more eager to expose their children to digital devices at a young age. For instance, at the age of less than 4 years, children can independently learn how to use a computer, to an extent that serve their purpose; while, a toddler is capable of handling a computer mouse (Arsic & Milovanovic, 2016).

The investigative nature of contemporary children together with access to these digital devices has brought abundant opportunities, although these opportunities are not available without risk of harm. The ways of encouraging these opportunities while simultaneously preventing children from risk and harm needs to be developed rapidly (Subrahmanyam & Greenfiel, 2008), although it is important that children are included in the development and implementation of policies, which can reduce a significant percentage of this harm, as it can lead to more successful action strategy and the policies will be more pertinent to children. Therefore, making the children more supple against harm and less susceptible, yet a huge number of policies designed and research conducted on digital child right has to a great extent disregard or partially consider them as key actors, hence confirming their anonymity (Halloway and Valentine 2000).

In this article digital children's rights have been reviewed in terms of framework design and policies as well as understanding the gender differences, digital divides, access, risks, opportunities and challenges.

Digital child right is defined as a debated concern with the rights of children in today's digital world, which is mostly inclined towards the need for provision, online protection and most recently, the right to participation. Digital technologies will refer to devices that support the internet. Risk will be defined as a situation resulting from the exposure to internet.

We have to engage ourselves by paying attention to children. We need to observe their perspectives, and those of the practitioner or researcher, as not in opposition but standing together in the construction of conversation, in which there is mutual respect, active participation and the compromise and co-construction of significance. Listening to children and encouraging participation in study, evaluation, decision-making and planning is important for many reasons, empowering children as learners, enabling them to make preferences, express their ideas and opinions and develop a positive sense of self to observe the benefits of their participation to society as a whole and for the development of citizenship.

2. The Convention on the Rights of the Child

The United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) was adopted unanimously by the UN General Assembly in 1989. It has since become the most universally recognized international treaty, and that which guides the work of the United Nations Children's Fund (UNICEF). The UNCRC is the result of a 10-year collaborative process during which the rights and the wording of articles were proposed and debated by 80 countries. The result was a UNCRC comprising 54 articles outlining the rights of all children.

To mark International Safer Internet Day on 6 February 2004, the UNICEF country office in Spain presented a set of 10 rights and duties relating to information and communications technologies (ICTs), which stressed the importance of encouraging a responsible approach to access to and use of ICTs for informative and recreational purposes.(Internetsegura.net, 2004)

1. The right to access to information without discrimination on the basis of sex, age, economic resources, nationality, ethnicity or place of residence. This right shall apply especially to children with disabilities.
2. The right to freedom of expression and association; the right to seek, receive and disseminate information and ideas of all sorts on the web. The exercise of these rights may be restricted only to ensure the protection of children against information that is prejudicial to their well-being, development and integrity and to guarantee compliance with the law and to safeguard the security, rights and reputation of other persons.
3. The right to be consulted and express their opinion in the application of Internet-related laws or regulations pertaining to them.
4. The right to protection against exploitation, trafficking, abuse and violence of all kinds.
5. The right to personal development and education, and to use all the opportunities provided by new technologies for educational purposes.
6. The right to privacy in electronic communications. The right to withhold personal data on the Internet and to preserve their identity and their image from possible unlawful use.
7. The right to recreation, leisure activities, entertainment and play using the Internet and other technologies. The right to have games and leisure activities free of gratuitous violence and racist, sexist or denigrating messages and that are respectful of the rights and image

of children and other persons.

8.Parents shall have the right and the responsibility to provide their children with guidance and to agree arrangements with them for responsible Internet use.

9.The governments of developed countries shall undertake to cooperate with other countries to facilitate the access of their citizens, especially children, to the Internet and other technologies for promoting their development, thus avoiding the creation of a new barrier between rich and poor countries.

10.The right to enjoy and use new technologies to move towards a healthier, more peaceful, more united, fairer world that is more respectful of its environment and in which the rights of all children are respected.

3. The Opportunities of Children's Digital Life from Rights-based Perspective

According to UNICEF (2012, 2011), the Internet has positive effects on different spheres of children's lives, helping them to develop their digital capacities and creating opportunities for their adult lives. The Convention on the Rights of the Child should serve as a guide for safeguarding children's online rights. The following are the major advantages or opportunities for children's and the adolescent's digital life:

1.Access to information and knowledge through Internet in different places like home, schools, cybercafés etc..

2.Use of Internet facilitates skills development amongst young people and generates lifelong opportunities where the educational applications play a key role..

3.Low-cost data plans these days create a highly technology-and-media-saturated environment.

4.Being online-whatever the device used, opens the door to a vast array of activities-like searching of educational content to purchasing personal interests, sharing photographs, contacting and communicating with peers, downloading music or movies or playing video games online.

5.These activities bring about different levels of interactivity, highly active participation, either alone or in groups.

6.Information and Communication Technologies (ICTs), when placed at the service of the fundamental rights of children, facilitate the exercise of their right to express an opinion, promote citizen participation and provide a conduit for their freedoms of expression and information.

7.With the technological advances of Web 2.0, users are no longer passive listeners/ receivers and are able to create and disseminate their own content.

8.Children and adolescents can access messages from the mass media and from

individuals, sharing opinions and information and promoting dialogue. They cultivate their interpersonal relations in a great variety of formats, including text, photographs, audio and video. The cross-cutting nature of these practices democratizes the production and exchange of opinions, ideas and content, and increases participation and diversity on the web (OECD, 2007).

9.This also helps develop children's social and communication skills and encourages creativity and interactivity (Pavez, 2014).

10.ICTs facilitate children the acquisition of cognitive skills in the social, political and economic spheres.

4. The Risks/Threats of Children's Digital Life from Rights-based Perspective

The risks associated with the Internet, such as the prevalence of content not suitable for children -including websites dedicated to pornography, sexual grooming of children by adults or gambling- are hard to ignore. Apart from these, the following are the major risk associated with the children's/adolescent's digital life.

1.With the advent of the digital life, it has become difficult to socialize with peers physically and hence resulted in limiting awareness of/and the ability to use basic tools for life in society for the young generation. Children and adolescents live in a virtual world. They have innumerable friends in the social media, but negligible in the real life.

2.Although younger generations are connected digital natives, inequalities persist among socio-economic groups, though these have been possible by connectivity programmes in public schools in the region.

3.While cyberspaces offer children a way of connecting, they are not risk-free. More than 50% users are prone to potential risk. Out of them more than 30% users are viewing pornography, 10% had been contacted by an unknown adult. These impacts on children's digital life are detrimental for the society.

4.Spread of ICTs has focused above all on entertainment and socialization, particularly chatting and the use of social networks. From this many social problems may arise for the adolescents; they may get involved or trapped in some unwanted situations by fraud people or racket or by impersonations e.g., the games like the Blue Whale, MOMO have caused much damage especially to the young generation. Children generally have innocent and delicate minds and they believe others more than the adults. So, probability of children/adolescents getting trapped by fraudulent digital activities (like, threatening,

bullying, harassment, blackmailing etc.,) is more compared to those for adults. The most common risk is cyberbullying, which constitutes an attack on a child's honour and reputation, as protected under articles 13 and 16 of the Convention on the Rights of the Child. Cyberbullying involves persistent harassment, denigration, privacy violations, exclusion or impersonations via the Internet or other electronic media perpetrated by an individual or a group against a person who is unable to defend himself or herself (Smith and others, 2008).

5.Risks associated with the Internet, such as the prevalence of content not suitable for children, like pornography, gambling etc. may damage the lives of the young generation. From a very young age, children are getting hold of smart phones as a result of which they may fall prey to loss of concentration to their studies, irregular sleep cycle, short temper, argumentation with parents, blindly copying others and a sense of greediness and materialism.

6.While abuse and violence/ragging are nothing new in schools, the advent of the Internet means that they have taken on a new form. Speed of circulating messages to a large audience has resulted in extended form of harassment turning online platforms into potent instruments for emotional destruction.

5. The Challenges for the Adults to ensure Children's Safe Digital Life

Technological devices are part of children's everyday life and have driven peer relations beyond the realm of the classroom, whether to the benefit or the detriment of the members of the school community. The foremost challenges for the adults lie in providing proper guidance and care to the children/adolescents for living a safe digital life and enjoying their digital rights successfully. The major challenges lie in:

1.In building digital capacities and strategies for online security and self-care. The UNCRC (United Nations Convention on the Rights of the Child) should serve as a guide for safeguarding children's/adolescent's online rights.

2.Challenge to education system due to cyberbullying.

3.Challenges are for those young people who are unable to defend themselves from cyber bullying or becoming victim of abuse on the internet i.e., online harassment (e.g.,

defamation, the publishing of embarrassing photographs and the stealing of passwords to social network accounts).

4.Reflection is required on the role of schools in providing guidelines and protocols on how to use the Internet safely in order to take advantage of the benefits of technology and minimize the risks and to exercise their rights.

5.There is a lack of information on parent's attitudes to the Internet use by their children at home.

6.Children are, in many cases, more knowledgeable about the media and technology than their parents. Parents therefore are ill-equipped to provide their children with guidance.

7.Schools must take necessary steps to provide proper guidance and tools to their students on the beneficial use of the digital media. Policies on ICTs in schools have helped to narrow the digital divide, facilitating access for students from the least privileged strata of society.

8.An important goal is to make teachers digitally literate so that they can use this technology in teaching/guiding his/her students.

9.Parents may be concerned about the safety and whereabouts of their adolescent son/daughter for which they may provide them with mobile phones. In that case they may allow them restricted and guided use of internet only in their presence. Children/adolescents should be made to understand by their parents about the ill effects of continuous use of internet and addiction towards social sites. Parents should guide their children properly regarding the opportunities in their digital life for advancement in their career. If children have passion for some particular subject area, then parents should guide them properly to explore in that field and in the process they should take advantage of the digital world and ICTs.

10.Parents also have to take challenges in controlling their own digital behavior so that their children can enjoy the digital rights with proper understanding of the situation. Parents should not engage themselves in the digital world without spending enough time with their children. They should take proper care of the homework of their children, otherwise children may misinterpret their parent's behavior and try to imitate them. Instead of living

totally in the digital world, children should also learn how to socialize with people and talk to them with an eye-contact.

11. The growing exposure of the new generations to technology poses great challenges for the education system. Students need to be taught in risk-free ways to browse the Internet, taking advantage of the benefits of Internet/technology to develop and exercise their rights. These skills go beyond digital literacy; they are cognitive and ethical capacities that will permit the younger generation to develop and play a full and active role in the society.

6. Conclusions

Technology is not simply good or bad. We have to use it with proper responsibility for the benefit of mankind. Some new online child protection guidelines have been developed in conjunction with UNICEF and International Telecommunication Union (ITU). These guidelines lay down basic principles for the safer use of Internet-based services by children all over the world. The main issues include integrating children's rights into all corporate policies and relevant management processes and ensuring that they are taken into account. Then the next step is developing standard operating procedures by the mobile operators for handling material on child sexual abuse by creating a safer online environment that is appropriate to the child's age.

The guidelines also mention educating children, parents and educators on child safety online. They also mention promoting digital technology as a way of increasing civic participation. The work to be done includes promoting the use of these guidelines by running a series of online workshops and seminars to provide practical support for their implementation in each country of the world.

References

Vandewater, E. A., & Lee, S. (2009). Measuring children's media use in the digital age: issues and challenges. Am Behav Sci., 52(8), 1152-1176 https://doi.org/10.1177/0002764209331539.

Shifflet-Chila, E. D., Harold, R. D., Fitton, V. A., & Ahmedani, B. K. (2016). Adolescent and family development: Autonomy and identity in the digital age. Children and Youth Services Review, 70, 364-368. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2016.10.005

Jackson, L. A., Zhao, Y., Kolenic, A., Fitzgerald, H. E., Harold, R., & Von Eye, A. (2008). Race, Gender, and Information Technology Use: The New Digital Divide. CyberPsychology & Behavior, 11(4), 437-442. https://doi.org/10.1089/cpb.2007.0157

Arsic, Z., & Milovanovic, B. (2016). Importance of computer technology in realization of cultural and educational tasks of preschool institutions. International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education, 4(1), 9-15. https://doi.org/10.5937/IJCRSEE1601009A

Subrahmanyam, K., & Greenfiel, P. (2008). <Online Communication and Adolescent Relationship.pdf>. Journal of Applied Developmental Psychology, 29(1), 420-433. https://doi.org/10.1353/foc.0.0006

S. Halloway, G. V. (2000). Children's Geography: Playing, Living, Learning. Routledge

Internetsegura.net, Decálogode los derechos de la infancia en internet, 2004 [online], http://www.redes-cepalcala.org/inspector/DOCUMENTOS%20Y%20LIBROS/TIC/Internet%20Segura.pdf.

OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) (2007), Participatory Web and User-Created Content. Web 2.0, Wikis and Social Networking [online] http://www.oecd.org/internet/ieconomy/participativewebanduser-createdcontentweb20wiki-sandsocialnetworking.htm.

Pavez, M. I. (2014), "Derechos de la infancia en la era de Internet: América Latina y las nuevas tecnologías", Políticas Sociales series, No. 210, (LC/L.3894), Santiago, Chile, September. A United Nations Publication

Children's rights in the digital age, Challenges, Number 18, September 2014, ISSN 1816-7551
UNICEF (United Nations Children's Fund) (2012), State of the World's Children 2012. Children in an Urban World [online] http://www.unicef.org/sowc2012/.
_____ (2011a), The State of the World's Children 2011. Adolescence: An Age of Opportunity [online] http://www.unicef.org/sowc2011/fullreport.php.

The writer can be contacted at: E-mail: dgpsm_1@yahoo.co.in

❐ শেষ পাতা

আমাদের কামনা

আমাদের অঙ্গীকার

- শিক্ষক ছাত্র সু-সম্পর্ক।
- মহাবিদ্যালয়ে উপযুক্ত শিক্ষার পরিবেশ।
- শিক্ষাঙ্গনকে জঞ্জালমুক্ত ও স্বাস্থ্য সম্মত রাখা।
- তামাক বর্জিত শিক্ষাঙ্গন
- সার্বিক ও সর্বাঙ্গীন উন্নতি।
- ভবিষ্যতের পথে ছাত্রদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ও প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা।
- শুধু মাত্র পড়াশোনা নয় খেলাধুলো, শরীরচর্চা, কুইজ ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা, মক পার্লামেন্ট, সঙ্গীতচর্চা ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে উৎসাহ প্রদান।

Naac Team Visiting our College

Cultural Programme During the visit of Naac Team